ASHIKE AKBAR

আশিকে আকবর

(সিদ্দিকে আকবরের জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক)

- শৈশবের আশ্চর্যজনক ঘটনা
- সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
- সর্ব প্রথম কে ঈমান আনে?
- কুরআনেও সিদ্দিকে আকবরের শান
- সিদ্দিকে আকবর মাদানী অপারেশন করলেন
- চুল রাখার ২২ টি মাদানী ফুল

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

مکتبۃ المدینہ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দু'আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দু'আটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দু'আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন, আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান, হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বকী
ও ক্ষমার ভিখারী।
১৩ শাওয়ালুল মুকাররম, ১৪২৮ হিজরী

(দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঃ কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল, কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না। ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল, অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল, অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে পরিবর্তন করে নিন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আশিকে আকবর*

শয়তান লাখো অলসতা প্রদান করুক, তারপরও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সওয়াব ও জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে ইশকের দৌলত অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রতিটি ফোঁটা হতে ফিরিশতা সৃষ্টি হয়

মদীনার সুলতান, সৃষ্টিকুলের রহমত, সরওয়ারে কায়েনাত, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "**আল্লাহ** তা'আলার একটি ফিরিশতা রয়েছে, যার একটি বাহু পূর্বে অপরটি পশ্চিমে। যখন কোন ব্যক্তি মহব্বত সহকারে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ে, তখন সেই ফিরিশতা পানিতে ডুব দিয়ে আপন পাখা ঝাড়তে থাকে। **আল্লাহ্** পাক তার পাখা হতে টপকে পড়া প্রতিটি পানির ফোঁটা হতে এক একটি ফিরিশতা সৃষ্টি করেন। সে ফিরিশতারা কিয়ামত পর্যন্ত ঐ দরূদ পাঠকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।" (আল কওলুল বদী, পৃষ্ঠা : ২৫১, আল কালামুল আওযাহ ফি তাফসীরি আলম নাশরাহ্, পৃষ্ঠা : ২৪২, ২৪৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

* মদীনা

কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপি অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রথম **মাদানী মারকায** জামে মসজিদ গুলজারে হাবীব এ অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক **সুন্নতে ভরা ইজতিমায়** (আনুমানিক ৩ রমযানুল মুবারক ১৪১০ হি:/২৯-০৩-৯০ইং) **আমীরে আহ্লে সুন্নত** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই বয়ানটি করেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সহকারে লিখিত আকারে পেশ করা হল। —মজলিসে মাকতাবাতুল মদীনা।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

শৈশবের আশ্চর্যজনক ঘটনা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'মালফূজাতে আলা হযরত'** ৪র্থ খন্ডের ৬০ থেকে ৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কখনও মূর্তিকে সিজদা করেননি। অল্প বয়সে তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পিতা তাঁকে মূর্তিঘরে নিয়ে যান আর বলেন, এটা হচ্ছে তোমার উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ প্রভু, তাকে সিজদা কর। যখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মূর্তির সামনে গেল, তখন আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আমি ক্ষুর্ধাত, আমাকে খাবার দাও? আমি বিবস্ত্র, আমাকে পরিধানের বস্ত্র দাও? আমি পাথর ছুঁড়ে মারছি, তুমি যদি সত্যিকার প্রভু হয়ে থাক, তা হলে নিজেকে বাঁচাও। মূর্তি কী জবাব দেবে! তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একটি পাথর ছুঁড়ে মারলেন, পাথরটি লাগতেই মূর্তিটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পিতা এই অবস্থা দেখে রাগান্বিত হয়ে গেল, পুত্রের চেহারায় একটি থাপ্পর মারল, সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে এল, সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল: মা বললেন, আমার ছেলেকে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দিন, যখন সে ভূমিষ্ঠ হল, তখন অদৃশ্য হতে আওয়াজ এসেছিল...

يَا اَمَةَ اللّٰهِ عَلَى التَّحْقِيْقِ اَبْشِرِىْ بِالْوَلَدِ الْعَتِيْقِ اِسْمُهٗ فِى السَّمَاءِ الصِّدِّيْقُ لِمُحَمَّدٍ صَاحِبٌ وَّ رَفِيْقٌ

অনুবাদ ঃ "হে **আল্লাহ** পাকের সত্যিকার বাঁদী! তোমাকে সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে এ শিশুটি 'আতীক' বা মুক্ত, আসমানে এর নাম হচ্ছে 'সিদ্দীক'। আর **মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সফরসঙ্গী এবং তাঁর সাথী।" **রাসুল পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মজলিসে সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন। যখন ঘটনা শেষ করলেন,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام তথায় উপস্থিত হলেন আর আরজ করলেন: صَدَقَ اَبُوْبَكْرٍ وَّهُوَ الصِّدِّيْقُ অর্থাৎ 'আবু বকর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সত্য বলেছেন, আর তিনি হচ্ছেন সিদ্দীক (সত্যবাদী)।'

হাদীসটি ইমাম আহমদ কাস্তলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ শরহে সহীহ বোখারীতে উল্লেখ করেন।

(এরশাদুস সারী শরহে সহীহ বোখারী, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৩৭০। মালফূজাতে আলা হযরত, পৃষ্ঠা : ৬০, ৬১)

সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রথম খলিফা, আমীরুল মুমিনীন, সায়্যিদুনা হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর পবিত্র নাম 'আবদুল্লাহ্'। উপনাম 'আবু বকর'। উপাধি 'সিদ্দীক' ও 'আতীক'। سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! 'সিদ্দীক' অর্থ হল অত্যাধিক সত্যবাদী। তিনি অন্ধকার যুগে এই উপাধিতে ভূষিত হন। কারণ, তিনি সর্বদাই সত্য বলতেন। 'আতীক' অর্থ হল মুক্ত বা স্বাধীন। **ছরকারে কায়েনাত, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে সুসংবাদ দান করে বলেছিলেন, اَنْتَ عَتِيْقٌ مِّنَ النَّارِ অর্থাৎ "তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত।" এ কারণেই এটা তাঁর উপাধি হয়। (তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা :২৯)

তিনি কোরাইশ বংশীয় আর **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশের সাথে সপ্তম পুরুষে গিয়ে তাঁর বংশ মিলিত হয়। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ যে বছর আবরাহা বাদশা হস্তীবাহিনী নিয়ে কাবা শরীফ ধ্বংস করার জন্যে এসেছিল সে ঘটনার প্রায় আড়াই বছর পর মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হলেন সেই সাহাবী, যিনি **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনুর, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রিসালতের সর্বপ্রথম সত্যতা স্বীকারকারী। তিনি হলেন 'জামিউল কামালাত' বা সকল পূর্ণতার ধারক-বাহক এবং

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

'মাজমাউল ফাজায়েল' বা সমস্ত ফযীলতের সমন্বয়কারী। কারণ, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পর আগের ও পরের সকল মানুষের মধ্যে তিনিই সব চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাশীল। স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। প্রত্যেক জিহাদেই তিনি সর্বোৎকৃষ্ঠ যোদ্ধার সাজে শরীক ছিলেন। সন্ধি বা যুদ্ধের যে কোন চুক্তি ও ফয়সালায় তিনি **মাহবুবে রহমান, হুযুর পুর নুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরামর্শদাতা হয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সঙ্গ দিয়ে নিজের জীবন বিসর্জনসহ পরম বিশ্বস্ততার হক আদায় করেন। ২ বৎসর ৭ মাস খেলাফতের মসনদে সমাসীন থেকে ২২ জমাদিউস সানী ১৩ হিজরী সোমবার দিন অতিবাহিত করার পর ইনতিকাল করেন। আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাঁর জানাযার নামায পড়ান, রওজায়ে রাসূল, **হুজুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র ডান পাশে সমাহিত হন। (আল ইকমালু ফি আসমায়ির রিজাল, পৃষ্ঠা : ৩৮৭। তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা : ২৭-৬২, বাবুল মদীনা করাচী)

সর্বপ্রথম কে ঈমান আনে?

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সাওয়ানেহে কারবালা'** এর ৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: যদিও সাহাবায়ে কিরামসহ তাবেঈনের বেশিরভাগই এই কথার উপর জোর দিয়েছেন যে, সর্বপ্রথম মুমিন হলেন সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ, কিন্তু কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, সর্বপ্রথম মুমিন হলেন হযরত আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, হযরত খাদীজাতুল কুবরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন। ইমামুল আয়িম্মা, সিরাজুল উম্মাহ, হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এ মন্তব্য গুলোকে এভাবে সাজিয়েছেন যে, পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুমিন হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ। মহিলাদের মধ্যে প্রথম মুমিন হলেন

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا আর শিশু বয়সে ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুমিন হলেন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ।

(তারিখুল খুলাফা লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা : ২৬)

সর্বশ্রেষ্ঠ কে?

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সাওয়ানেহে কারবালা'** এর ৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: 'এই বিষয়ে আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাত একমত যে, নবীগণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, তারপর হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, এরপর হযরত ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, অত:পর হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, তাঁদের পরে শ্রেষ্ঠ হলেন আশারায়ে মুবাশ্‌শারাগণ, এরপর বদর-যোদ্ধাগণ, অত:পর উহুদ-যোদ্ধাগণ, এরপর বাইয়াতে রিদ্বওয়ানে অংশগ্রহণকারীগণ, অত:পর শ্রেষ্ঠ হলেন সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان ।' এই ঐকমত্যের বর্ণনায় আবু মনসুর বাগদাদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: ইবনে আসাকির رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ হযরত ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: **'রাসুলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকা অবস্থায়ও আমরা আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলীকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিতাম।' (ইবনে আসাকির, খন্ড : ৩০, পৃষ্ঠা : ৩৪৬)

ইমাম আহমদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বর্ণনা করেন, হযরত আলী মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পরে এই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৫১) যাহবী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন, এ বর্ণনাটি হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে মুতাওয়াতির রেওয়ায়ত। (তারিখুল খুলাফা লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা : ৩৪)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

আমি অপবাদ দেওয়ার শাস্তি দেব

ইবনে আসাকির رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ, আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী মুরতাদ্বা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: 'যে ব্যক্তি আমাকে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর হতে শ্রেষ্ঠ বলবে, আমি তাকে অপবাদ দেওয়ার সাজা দেব।'

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড : ৩০, পৃষ্ঠা : ৩৮৩, দারুল ফিকর বৈরুত)

কালামে হাসান

আলা হযরতের ভাইজান, যুগের প্রসিদ্ধ ওস্তাদ, হযরত মাওলানা হাসান রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখিত কিতাব 'যওকে নাত' এ 'নবীগণের পর শ্রেষ্ঠ মানুষ' **আল্লাহ**র মাহবুবের প্রিয়পাত্র, সত্যনিষ্ঠা ও পবিত্রতার ধারক-বাহক হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক ইবনে আবু কুহাফা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর শানে লিখেছেন:

বয়াঁ হো কিস জবাঁ সে মর্তবায়ে সিদ্দীকে আকবর কা
হে এয়ারে গারে মাহবুবে খোদা সিদ্দীকে আকবর কা
ইয়া ইলাহী রহম ফরমা, খাদেমে সিদ্দীকে আকবর হোঁ
তেরি রহমত কে সদকে ওয়াসেতা সিদ্দীকে আকবর কা
রুসুল অওর আম্বিয়া কে বাদ জূ আফজল হো আলম সে
ইয়ে আলম মেঁ হে কিস কা মর্তবা, সিদ্দীকে আকবর কা
গাদা সিদ্দীকে আকবর কা খোদা সে ফজল পাতা হে
খোদা কে ফজল সে হোঁ মাঁই গাদা, সিদ্দীকে আকবর কা
দ্বঈফী মেঁ ইয়ে কুওয়ত হে দ্বঈফোঁ কো কভী কর দেঁ
সাহারা লেঁ দ্বঈফ ও আক্বভিয়া, সিদ্দীকে আকবর কা
হুয়ে ফারূক ও ওসমান ও আলী জব দাখেলে বাইআত
বনা ফখরে সালাসেল সিলসিলা সিদ্দীকে আকবর কা
মকামে খাবে রাহাত চায়ন সে আরাম করনে কো
বনা পেহ্লোয়ে মাহবুবে খোদা সিদ্দীকে আকবর কা
আলী হেঁ উস কে দুশমন অওর উও দুশমন আলী কা হে
জু দুশমন আক্বল কা দুশমন হুয়া সিদ্দীকে আকবর কা
লুটায়া রাহে হক মেঁ ঘর কঈ বার ইস মহব্বত মেঁ
কে লুট লুট কর হাসান ঘর বন গয়া সিদ্দীকে আকবর কা।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

সম্পদ ও প্রাণ রাসূলুল্লাহর উপর কুরবান

অসংখ্য হাদিসের বর্ণনাকারী, সায়্যিদুনা হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্নিত, **মক্কী-মাদানী সুলতান, আল্লাহ তা'আলার প্রিয় মাহবুব, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَا نَفَعَنِیْ مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِیْ مَالُ اَبِیْ بَکْر

অর্থাৎ : "আমাকে আবু বকরের সম্পদ যে উপকার দিয়েছে, অন্য কারো সম্পদ সে উপকার দেয়নি।" **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই সুসংবাদ শুনে সায়্যিদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কান্না আরম্ভ করে দিলেন, আরজ করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার এবং আমার সমস্ত সম্পদের মালিক তো আপনি।

(সুনানে ইবনে মাজাহ,খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭২, হাদিস নম্বর : ৯৪, দারুল মারিফাত বৈরুত)

ওয়হি আঁখ উন কা জূ মুঁহ্ তকে, ওয়হি লব কেহ্ মাহ্ভ হো নাত কে
ওয়হি সর জূ উনকে লিয়ে ঝুকে, ওয়হি দিল জূ উন পে নেছার হে।

(হাদায়েকে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত রেওয়ায়াত থেকে বুঝা গেল, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আক্বীদা এরূপ ছিল যে, আমরা সবাই **মাহবুবে রাব্বুল আনাম, নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গোলাম আর গোলামদের সমস্ত সম্পদের মালিক তাদের মুনিব হয়ে থাকে, আমরা গোলামদের নিজস্ব বলতে আছেই বা কী?

কিয়া পেশ করে জানাঁ কিয়া চীজ হামারি হে
ইয়ে দিল ভি তোমারা হে ইয়ে জাঁ ভি তোমারি হে।

আপনার নামে জান কুরবান

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতেন, তিনি যতদূর সম্ভব সে কথা গোপন রাখতেন কারণ, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

পক্ষ থেকে এই নির্দেশ ছিল। এতে করে কাফেরদের পক্ষ হতে আসা অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। মুসলমান পুরুষদের সংখ্যা যখন ৩৮ এ উপনীত হয়, তখন সায়্যিদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **রাসুলে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরজ করলেন: **'হে আল্লাহর রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এবার আপনি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের অনুমতি দিন।' **দো জাহানের মালিক ও মুখতার, রোজ হাশরের সুপারিশকারী, নবীয়ে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রথমে প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন, কিন্তু বার বার অনুরোধ করাতে অনুমতি দিলেন। তিনি সমস্ত মুসলমানদের সাথে নিয়ে মসজিদে হেরেম শরীফে গমন করেন আর খতীবে আউয়াল সায়্যিদুনা হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বয়ান শুরু করেন। খোৎবা আরম্ভ করতেই কাফের মুশরিকেরা চতুর্দিক হতে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করল। পবিত্র মক্কা নগরীতে তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আভিজাত্য ও মহত্ব সর্বজন স্বীকৃত ছিল, এতদসত্ত্বেও অসভ্য কাফেরগণ তাঁকে এমনভাবে আঘাত করল যে, তাঁর শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেল। এমনকি তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বেহুশ হয়ে গেলেন। যখন তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ গোত্রের লোকেরা জানতে পারল, তারা তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে আসল। সবাই মনে করল, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আর বাঁচবেন না। সন্ধ্যার দিকে তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যখন হুশ ফিরে আসল, সর্বপ্রথম তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হল, **আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কেমন আছেন? এ কথা শুনে লোকেরা তাঁকে অনেক তিরষ্কার করল, তাঁর সাথে থাকার কারণে এই বিপদ আসল, তা সত্ত্বেও **তাঁর** নাম নিচ্ছ!

সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সম্মানিত আম্মাজান উম্মুল খায়ের খাবার নিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁর একই কথা, **হুযুর পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কী অবস্থা? তাঁর মা বলল: আমি জানিনা। তখন সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

(হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বোন) উম্মে জামীল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে জেনে আসুন। তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দরদী মা নিজের কলিজার টুকরার এমন কঠিন অবস্থায় ব্যাকুল হয়ে আবেদন পূরণ করার জন্য হযরত সায়্যিদুনা উম্মে জামীলের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর নিকট গেলেন। আর **সরওয়ারে মাসূম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অবস্থার কথা জানতে চাইলেন। তিনিও অসহায় অবস্থার কারণে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন, যেহেতু উম্মুল খায়ের তখনও মুসলমান হননি, তাই তিনি না জানার ভান করে বললেন, আমি কী জানি, কে **মুহাম্মদ** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) আর কে আবু বকর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ)। অবশ্য আপনার পুত্রের কথা শুনে আমি অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হলাম। আপনি যদি বলেন, তবে আপনার সাথে গিয়ে তার অবস্থা দেখে আসতে পারি। উম্মুল খায়ের তাঁকে ঘরে নিয়ে এলেন। তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীকের এই অবস্থা দেখে কান্না করতে লাগলেন। সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ জিজ্ঞাসা করলেন, **আমার আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সংবাদ দিন। সায়্যিদুনা হযরত উম্মে জামীল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا তাঁর সম্মানিত মায়ের দিকে ইঙ্গিত করে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি বললেন: তাঁকে ভয় করার প্রয়োজন নেই। এবার উম্মে জামীল বললেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ** তা'আলার রহমতে সুস্থ ও ভাল আছেন, তিনি বর্তমানে "দারে আরকাম" অর্থাৎ সায়্যিদুনা হযরত আরকাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ গৃহে অবস্থান করছেন। সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: **আল্লাহ**র কসম! আমি ততক্ষন পর্যন্ত কোন কিছু পানাহার করব না, যতক্ষণ না **শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুর নুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করব না। অত:পর তাঁর আম্মাজান তাঁকে নিয়ে রাতের শেষ ভাগে **রাসুলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে দারুল আরকামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আশিকে আকবর সায়্যিদুনা হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **হুজুর আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে জড়িয়ে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

ধরে অঝোর নয়নে কান্নায় ঢলে পড়লেন। **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সহ সেখানে উপস্থিত সকলে কান্না করতে লাগলেন, কারণ; সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবরের এই করুণ অবস্থা অবলোকন করা সম্ভব হচ্ছিল না। অত:পর তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ **আল্লাহর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আবেদন করলেন, ইনি আমার আম্মাজান। আপনি তাঁর হিদায়তের জন্য দোয়া করুন আর তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিন। **শাহে খাইরুল আনাম, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তিনি সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেলেন।

(আল বিদায়তু ওয়ান নিহায়া, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৬৯, ৩৭০, দারুল ফিকর বৈরুত)

জিসে মিল গেয়া গমে মুস্তাফা, উসে জিন্দেগী কা মজা মিলা
কভি সায়লে আশকে রওয়াঁ হুয়া, কভি 'আহ্' দিল মেঁ দবি রহি।

(ওয়াসায়েলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহর রাস্তায় বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো! আমাদের সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে কী পরিমাণ দু:খ-কষ্ট ভোগ করেছেন। শরীর, মন, ধন সব কিছু **আল্লাহ**র রাস্তায় কুরবান করে দিয়েছিলেন। আজ যদি **মাদানী কাফেলায়** সফর করেন, **ইনফিরাদি কৌশিশ** করেন, সুন্নত শিখতে, শিখাতে, সুন্নতের উপর আমল করতে, করাতে যদি কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, তা হলে আশিকে আকবর, সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর অবস্থার কথা মনে করে এবং তাঁর ঘটনাবলীকে সামনে রেখে নিজেদের জন্য শান্তনার পাথেয় করে আমাদের **মাদানী কাজ**কে আরও জোরদার করতে হবে। দ্বীন ইসলামের জন্য শরীর, মন, ধন উৎসর্গ করে দেবার আগ্রহ আমাদের মধ্যে জাগ্রত করা উচিত।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

যেমন: আশিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত ইখলাস ও দৃঢ়তার সাথে দ্বীন ইসলামের খিদমত করতে থাকেন। **আল্লাহ্**র রাস্তায় জীবন বাজি রেখেছেন কিন্তু তাঁর সুদৃঢ় পদক্ষেপ এতটুকু পরিমাণ নড়াচড়া হয়নি। দ্বীন ইসলাম কবুল করার কারণে যে সব সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان কে নিপীড়নের জীবন কাটাতে হয়েছে, তাঁদের জন্য তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অনুগ্রহ ও বদান্যতার বন্যা বইয়ে দিয়েছেন, তিনি স্বয়ং **আল্লাহ্**র পক্ষ হতে **'সাহিবে তাকওয়া'** উপাধি লাভ করেন। **আল্লাহ**র দ্বীনের খিদমতে ও নবীর প্রেমে সম্পদ ব্যয় করার কারণে **সুলতানে দো জাহান, রাহমাতুল্লিল আলামীন, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও তাঁর প্রশংসা করেন।

সাত গোলামকে আযাদ করে দেন

'ফতওয়ায়ে রজভীয়া'র ২৮ খন্ডের ৫০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ৭ জন গোলামকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন, এসব গোলামদের উপর কাফিররা অত্যাচার করত। সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ জন্য এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَ سَیُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۙ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ** "আর তা (দোযখ) থেকে অনেক দূরে রাখা হবে, যে সর্বাধিক পরহেজগার।"

(পারা-৩০, সূরা আল লাইল, আয়াত-১৭)

৫১২ পৃষ্ঠায় ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর বরাতে উল্লেখ রয়েছে, সুন্নী মুফাস্সিরদের ঐকমত্য অনুযায়ী "اَتْقَی" দ্বারা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে বুঝানো হয়েছে। (ফতওয়ায়ে রজভীয়া)

কসরে পাক খেলাফত কে রুকনে রঁকী, শাহে কওসাইন কে নায়েবে আউয়ঁলী
এয়ারে গারে শাহান শাহে দুনিয়া ও দীঁ, আসদাকুস সাদিকী সাইয়েদুল মুত্তাকীঁ
চশম ও গোশে ওয়াযারাত পে লাখোঁ সালাম।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

তিনটি পছন্দের বিষয়

রাসুলের পরামর্শদাতা, আশিকে শাহানশাহে আনওয়ার, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমার পছন্দের বিষয় তিনটি। যেমন: اَلنَّظْرُ اِلَيْكَ وَاِنْفَاقُ مَالِيْ عَلَيْكَ وَالْجُلُوْسُ بَيْنَ يَدَيْكَ অর্থ: (১) **আল্লাহর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নূরানী চেহারা মোবারকের জিয়ারত করতে থাকা। (২) **আল্লাহর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জন্য আমার সম্পদ ব্যয় করা। (৩) **আল্লাহর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দরবারে সর্বদা উপস্থিত থাকা। (তাফসীরে রূহুল বয়ান, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৬৪)

মেরে তো আপ হি সব কুছ হেঁ রহমাতে আলম,
মাঁই জী রহা হোঁ জমানে মেঁ আপ হি কে লিয়ে
তোমারি ইয়াদ কো কেয়সে না জিন্দেগী সমঝোঁ,
এহি তো এক সাহারা হে জিন্দেগী কে লিয়ে।

তিনটি ইচ্ছাই পূর্ণ হল

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর এই তিনটি ইচ্ছা নবীপ্রেমের সদকায় পূর্ণ করে দেন। (১) সফরে ও অবস্থানে সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **নবী পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সার্বক্ষণিক অবস্থান করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এমনকি ছওর গুহার একাকীত্বেও তিনি ব্যতীত অন্য কেউ **রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। (২) অনুরূপভাবে সম্পদ উৎসর্গ দেওয়ার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেন যে, নিজের সমস্ত সম্পদ **ছরকারে দোজাহান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে পেশ করে দেন। (৩) নূরানী **নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পাশে স্থায়ী ভাবে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন।

মুহাম্মদ হে মতায়ে আলমে ইজাদ ছে পেয়ারা
পেদর মাদর ছে মাল ও জান ছে আওলাদ ছে পেয়ারা।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

হায়! যদি আমাদের মাঝেও আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যেত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকে আকবর হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ইশক ও মহব্বতপূর্ণ ঘটনাবলী আমাদের চলার পথের পাথেয়। ইশকের পথে একজন আশিক নিজের জীবনের চিন্তা করেন না বরং তাঁর হৃদয়ের ইচ্ছা এই হয়ে থাকে যে, প্রিয়তমের সন্তুষ্টির জন্য নিজের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে দেব। হায়! আমাদের মাঝেও যদি এমন আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যেত! যে **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসুলের** সন্তুষ্টির জন্য নিজের সব কিছু কুরবান করে দিতে পারতাম!

জান দি দি হুয়ী উসি কি থি, হক তো ইয়ে হে কেহ্ হক আদা না হুয়া।

ভালবাসার দাবী

আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজ অধিকাংশ মুসলমানদের অবস্থা এই যে, ইশক ও মুহাব্বতের দাবী এবং জান-মাল উৎসর্গের কেবল আওয়াজ তোলে, অথচ তাদের প্রকাশ্য অবস্থা দেখে মনে হয় যেন তাদের নিকট পার্থিব মর্যাদার লোভ এতই বেড়ে গেছে যে, **আল্লাহ**র পানাহ! ইসলামী নিয়ম কানুনের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। **দয়াল নবী, উম্মতের দু:খমোচনকারী নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নয়নের প্রশান্তি নামাজ আদায়ের কোন খেয়াল নেই। বিধর্মীদের অনুসরণে এতই মগ্ন যে, সুন্নত অনুসরণের কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। **আল্লাহ** তা'আলা আমাদেরকে আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সদকায় ইশক ও মুহব্বত এবং সুন্নত অনুসরণের আগ্রহ দান করুন।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

তু আঙ্গরেজি ফ্যাশন ছে হার দম বাচা কর, মুঝে সুন্নতোঁ পর চলা ইয়া ইলাহী
গমে মোস্তাফা দে গমে মোস্তাফা দে, হো দর্দে মদীনা আতা ইয়া ইলাহী।

(ওয়াসায়েলে বখশিশ)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

গুহার সাথীর সম্পদ বিসর্জন

তাবুক যুদ্ধের ঘটনায় **নবী করীম, রউফ রহীম, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতদের মাঝে যারা বিত্তশালী ও ধনবান তাঁদেরকে **আল্লাহ্**র রাস্তায় জিহাদের জন্য উল্লেখযোগ্য ভাবে আর্থিক সাহায্য করার আদেশ দিলেন। যাতে করে ইসলামী সৈন্যদের রসদ সহ যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা যায়। **আল্লাহর মাহবুব, উভয় জগতের শাহানশাহ্, সরওয়ারে কায়েনাত, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন আদেশের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে যে মহাপুরুষটি **আল্লাহ** তা'আলার রাস্তায় নিজের সমস্ত সম্পদ **রাসুলে**র দরবারে উৎসর্গ করে দেন, তিনি হলেন আশিকে আকবর সায়্যিদুনা হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ। তিনি তাঁর ঘরের সমস্ত মাল এবং আসবাবপত্র **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কদম মোবারকে রেখে দেন। **নবীয়ে মোখতার, দো জাহানের তাজেদার, শাহানশাহে আবরার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই সর্বস্ব বিসর্জন দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: 'তোমার পরিবার-পরিজনদের জন্য কিছু রেখে এসেছ?' তখন সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর আদব সহকারে অত্যন্ত বিনীতভাবে আরজ করলেন: 'পরিবারের জন্য আমি **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসুল**কে রেখে এসেছি।' (অর্থাৎ আমার এবং আমার পরিবার-পরিজনের জন্য **আল্লাহ্** ও **তাঁর রাসুল**ই যথেষ্ট) । (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সীরাতি খাইরিল ইবাদ,খন্ড: ৫,পৃষ্ঠা : ৪৩৫)

কবি আত্মবিসর্জনের এই একাগ্রতাকে তাঁর কবিতায় এভাবে ধরে রেখেছেন:

ইতনে মেঁ উও রফিকে নবুয়ত ভি আ গেয়া, জিস ছে বেনায়ে ইশক ও মুহাব্বত হে উস্তুয়ার
লে আয়া আপনে সাথ উও মর্দে ওয়াফা সরেশ্ত, হার চীজ জিস ছে চশমে জাহাঁ মেঁ হো এতেবার
বোলে হুজুর, চাহিয়ে ফিকরে ইয়াল ভি, কেহনে লাগা ওহ ইশক ও মহাব্বত কা রাজদার
আয় তুঝ ছে দীদায়ে মাহ্ ওয়া আনজুম ফারুগগীর, আয় তেরি যাতে বায়েছে তাকভীনে রোজগার
পরওয়ানে কো চেরাগ তো বুলবুল কো ফুল বাস্, সিদ্দীক কে লিয়ে হে খোদা কা রাসুল বাস্।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

কুরআনে ও সিদ্দীকে আকবরের শান

আলা হযরত আযীমুল বরকত মুজাদ্দিদে দীন ও মিল্লাত, ইমামে ইশক ও মুহাব্বত, আলহাজ্ব, আল কারী, আল হাফেজ শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **'মাফাতীহুল গাইব (তাফসীরে কবীর)'** এ লিখেছেন, সূরা **'ওয়াল লাইল'** হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সূরা। আর সূরা **'ওয়াদ্ব দ্বোহা' হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সূরা।

ওয়সফে রুহ উন কা কিয়া করতে হেঁ, শরহে ওয়াশশমস ও দ্বোহা করতে হেঁ
উনকি হাম মদহ্ ও ছনা করতে হেঁ, জিনকো মাহমুদ কাহা করতে হেঁ।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

আলা হযরতের ব্যাখ্যা

আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এই বিবৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন: হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সূরাকে **'ওয়াল লাইল'** নামকরণ করা এবং **মোস্তাফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সূরাটিকে **'ওয়াদ্ব দ্বোহা'** নামকরণ করা যেন এই কথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিদ্দীকে আকবরের নূর, তাঁর হেদায়ত এবং **আল্লাহ্**র প্রতি তাঁর সেই ওসীলা যা দ্বারা **আল্লাহ**র আনুগত্য ও সন্তুষ্টি প্রার্থনা করা যায় আর সিদ্দীকে আকবর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশান্তি, অন্তর সন্তুষ্টির কারণ, তাঁর একান্ত বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত গোপন-ভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণকারী। এই জন্য যে, **আল্লাহ** তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেছেন:

وَّ جَعَلْنَا الَّیْلَ لِبَاسًا ۙ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ "এবং রাতকে পর্দা পরিহিত করেছি"

(পারা : ৩০, সূরা নাবা : ১০)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন:

جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

অনুবাদ কানযুল ঈমান থেকে ঃ "তোমাদের জন্য রাত এবং দিন সৃষ্টি করেছেন, যেন রাতে আরাম করো এবং দিনে তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করো আর এই জন্য যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।" (পারা : ২০, সূরা আল ক্বসস : ৭৩)

এটি সেই কথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, দ্বীনের ব্যবস্থাপনা এই মহান ব্যক্তিদ্বয়ের (**নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত। যেমন: পার্থিব ব্যবস্থাপনা দিন রাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অতএব, দিন না হলে কিছু দেখা যায় না আর রাত না হলে প্রশান্তি অর্জিত হয় না।

(ফতোয়ায়ে রজভীয়া হতে সংকলিত, খন্ড : ২৮, পৃষ্ঠা : ৬৭৯, ৬৮১)

খাস উছ সাবেকে সায়রে কুরবে খোদা, আউহাদে কামেলিয়্যত পে লাখোঁ সালাম।
সায়ায়ে মোস্তাফা, মায়ায়ে ইস্তেফা, ইয্ ও নাযে খেলাফত পে লাখোঁ সালাম।
আসদাকুস সাদিকী, সায়্যিদুল মুক্তাকীঁ, চশম ও গোশে ওয়াযারাত পে লাখোঁ সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নূরানী মিম্বরের সম্মান ও মর্যাদা

তাবারানী 'আওসাত' গ্রন্থে হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন: **হুজুর পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরানী মিম্বরের যে স্থানে বসতেন, সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ জীবনে কোন দিন সেই স্থানে বসেননি। অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর জায়গায় আর সায়্যিদুনা হযরত ওসমান গনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সায়্যিদুনা হযরত ওমর ফারূক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর জায়গায় যতদিন জীবিত ছিলেন কখনও বসেননি। (তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা : ৭২)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

নূরানী রাসূলের বন্ধু

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নূর নবীর সাথী, আশিকে আকবর, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **দোজাহানের তাজেদার, নবীয়ে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি যে গভীর ইশক ও ভালবাসা ছিল অনুরূপভাবে **দয়াল নবী, রাসুলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও সিদ্দীকে আকবরের সাথে অত্যন্ত ভালবাসা ও সম্প্রীতি রাখতেন। আলা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ **'ফতওয়ায়ে রজভীয়া'** ৮ম খন্ডের ৬১০ পৃষ্ঠায় সেই হাদীসগুলো একত্রিত করেছেন, যেসব হাদীসে **রাসুলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের প্রিয়পাত্র সিদ্দীকে আকবরের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শান বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনটি রেওয়ায়ত শুনুন :

১. হিবরুল উম্মাহ্ (অর্থাৎ উম্মতের অনেক বড় আলেম) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, "**আল্লাহর রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামগণ একটি পুকুরে তাশরীফ নিয়ে এলেন। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্ধুর দিকে সাঁতার দাও। সবাই তাই করলেন, কেবল **আল্লাহর রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বাকি রইলেন। **আল্লাহ্‌র রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাঁতার কেটে সায়্যিদুনা হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দিকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন আর তাঁকে গলার সাথে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, আমি যদি কাউকে 'খলীল' বানাতাম, তা হলে আবু বকরকেই বানাতাম, অথচ সে হচ্ছে আমার সাথী।"

(আল মু'জামুল কবীর, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২০৮)

২. সায়্যিদুনা হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন, আমরা এক সময় **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

"এখনি তোমাদের সামনে সেই ব্যক্তি এসে হাজির হবেন, যাকে **আল্লাহ্** তা'আলা আমার পরে তাঁর চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাশালী আর কাউকে করেননি। তাঁর সুপারিশ হবে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের সুপারিশতুল্য। আমরা সেখানেই ছিলাম, অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে দেখতে পেলাম। উভয় **জগতের বাদশা, নবীয়ে মুখতার, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন, আর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে আদর করলেন এবং তাঁকে গলায় জড়িয়ে নিলেন।" (তারিখে বাগদাদ, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা : ৩৪০)

৩. হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: "আমি **হুজুরে আকদাস** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সাথে দন্ডায়মান দেখতে পেলাম। ইত্যবসরে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এসে উপস্থিত হলেন। **হুজুর আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর সাথে মুসাহাফা করলেন আর গলা মিলালেন ও তাঁর মুখে চুমু দিলেন। মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরজ করলেন, **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনি কি আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মুখে চুমু দিচ্ছেন? তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "হে আবুল হাসান* رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! আমার **রব** তা'আলার নিকট আমার মর্যাদা যেমন, আবু বকরের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মর্যাদা আমার নিকট ঠিক তেমন।"

(ফতোয়ায়ে রজভীয়া, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৬১০, ৬১২)

কহিঁ গিরতোঁ কো সাম্ভালেঁ, কহিঁ রোঠোঁ কো মানায়েঁ
ক্ষো'দেঁ ইলহাদ কি জড় বাদে পয়ম্বর সিদ্দীক
তো হে আজাদ সকর ছে তেরে বন্দে আজাদ
হে ইয়ে সালেক ভি তেরা বন্দায়ে বে যর সিদ্দীক।

(দিওয়ানে সালেক, মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ)

---

* তাঁর বড় শাহজাদা হযরত হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর প্রতি সম্পর্ক অনুসারে আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বার كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم উপনাম হয় 'আবুল হাসান' বা হাসানের পিতা।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

কামিল মুরীদ

আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **'ফতওয়ায়ে রজভীয়া'**য় লিখেছেন, আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেছেন: **"নিখিল সৃষ্টি জগতে মোস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মত কোন পীর নেই, আর আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মত কোন মুরীদ নেই।" (ফতোয়ায়ে রজভীয়া, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩২৬)

আকল হে তেরি সেপর, ইশক হে শমশের তেরি,
মেরে দরবেশ! খেলাফত হে জাহাঁগীর তেরি।
মা সেওয়াল্লাহ্ কে লিয়ে আগ হে তকবীর তেরি,
তো মুসলমাঁ হো তো তকদীর হে তদবীর তেরি।
কি মুহাম্মদ সে ওয়াফা তু নে তো হাম তেরে হেঁ,
ইয়ে জাহাঁ চিজ হে কিয়া লওহ ও কলম তেরে হেঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সিদ্দীকে আকবরের ইমামতি

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সাওয়ানেহে কারবালা'**র ৪১ পৃষ্ঠায় আছে, বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশআরী رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন: " **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতা যখন বেড়ে গেল, তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আবু বকরকে নামায পড়ানোর জন্য বল।" সায়্যিদাতুনা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا আরজ করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তিনি একজন কোমল হৃদয়ের লোক, আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে তিনি নামায পড়াতে পারবেন না। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আবু বকরকে নামায পড়ানোর জন্য আদেশ দাও"। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا পুনরায় একই অজুহাত পেশ করলেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

হুজুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবারও জোরপূর্বক একই আদেশ দিলেন। অতএব, হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ **নবী পাকের** জীবদ্দশাতেই নামায পড়িয়ে দেন। এই হাদীস শরীফটি মুতাওয়াতির, যা হযরত আয়েশা, ইবনে মাসঊদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ্ ইবনে যামআ, আবু সাঈদ, আলী ইবনে আবু তালিব, হাফসা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রমূখ থেকে বর্ণিত রয়েছে। ওলামারা বলেন, হাদীসটিতে এই কথার উপর জোর নির্দেশনা রয়েছে যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সাধারণভাবে সকল সাহাবায়ে কিরাম থেকে শ্রেষ্ঠ আর খেলাফত ও ইমামতের জন্য সব চাইতে অধিকতর যোগ্য ও হকদার। (তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা : ৪৭, ৪৮)

ইলম মেঁ যুহদ মেঁ বে শুবাহ তো ছব ছে বড় কর,
কেহ্ ইমামত ছে তেরি খুল গয়ে জও হার সিদ্দীক
ইছ ইমামত ছে খোলা তুম হো ইমামে আকবর,
থি এহি রমযে নবী কেহতে হেঁ হায়দার সিদ্দীক। (দিওয়ানে সালেক)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃত আশিকের পরিচয় এই যে, তিনি সর্বদা প্রিয়তমের স্মরণে নিজের অন্তরকে সিক্ত রাখেন। ইশকে রাসুলের মধুর স্বাদ সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা বুঝতে পারে না বলেই খাঁটি নবী প্রেমিকদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে, বিভিন্ন ধরনের কথা বলে। কোন এক কবি এসব অজ্ঞ লোকদের জানিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের বুঝাতে গিয়ে এবং খাঁটি নবীপ্রেমিকদের প্রেমপূর্ণ আবেগের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন:

না কিসি কে রকস পে তনজ কর, না কিসি কে গম কা মজাক উড়া
জিছে চাহে জিছ নওয়াজ দে, ইয়ে মেযাজে ইশকে রাসুল হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহর কসম! আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ইশকে রাসূলের এক বিন্দুর কোটি ভাগের এক ভাগও যদি নসীব হয়ে যায়, তা হলে আমাদের তরী পার হয়ে যাবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

দৌলতে ইশক সে আকা মেরি ঝোলি ভর দো,
বছ এহি হো মেরা সামনে মদীনে ওয়ালে
আপ কে ইশক মেঁ আয় কাশ কেহ্ রোতে রোতে,
ইয়ে নিকল জায়ে মেরি জান মদীনে ওয়ালে
মুঝকো দিওয়ানা মদীনে কা বানা লো আকা,
বছ এহি হে মেরা আরমাঁন মদীনে ওয়ালে
কাঁশ আত্তার হো আযাদ গমে দুনিয়া ছে,
বছ তোমারা হি রহে ধেয়ান মদীনে ওয়ালে। (ওয়াসায়েলে বখশিশ)

গুহায় সাপ

মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের সময় **মক্কা-মদীনার তাজেদার, নবীয়ে মুখতার, নবীদের ছরদার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিক ছওর গুহা ও মাযারে আকদাসের সাথী, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ জীবন উৎসর্গীকরণের যে অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা দৃষ্টান্তহীন। কিছু শব্দের পার্থক্য ছাড়া বিভিন্ন কিতাবাদিতে এই বিষয়ে অনেক রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। যখন **আল্লাহর হাবীব, হাবীবে লাবীব, দয়ালু নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছওর গুহার নিকট পৌঁছেন, তখন প্রথমে সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ গুহায় প্রবেশ করে তা পরিষ্কার করলেন, গুহার ভিতর সব কটি গর্ত বন্ধ করে দেন, শেষের দুইটি গর্ত বন্ধ করার জন্য কোন কিছু পাওয়া গেল না, তখন তিনি সে দুইটি গর্ত নিজের পা দিয়ে বন্ধ করে রাখলেন। অতঃপর **রাসুলে করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে গুহায় প্রবেশ করার জন্য আবেদন করলেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুহার ভিতরে প্রবেশ করলেন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর উরুদ্বয়ে মাথা মোবারক রেখে একটু বিশ্রাম নিলেন। সেই গর্তে একটি সাপ ছিল, সাপটি সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর পায়ে দংশন করল। সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ইশক ও মুহাব্বতের অনুপম

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

চির আদর্শের উপর কুরবান হোন, যিনি কঠিন যন্ত্রণা সত্ত্বেও **মোস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশ্রাম নষ্ট হবে ভেবে নীরব ও নির্বিকার রইলেন। অত্যন্ত যন্ত্রণা ও ব্যথার কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু বইতে আরম্ভ করল, যখন চোখের পানির কয়েকটি ফোঁটা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মোবারকে টপকে পড়ল, তখন **উভয় জগতের বাদশা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাগ্রত হলেন, জিজ্ঞাসা করলেন: হে আবু বকর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কেন কান্না করছ?
হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সাপে দংশনের ঘটনা আরয করলেন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাপে দংশনের স্থানে নিজের মুখের থুথু মোবারক লাগিয়ে দিলেন, ততক্ষনাৎ ব্যথা দুর হয়ে গেল।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪১৭, হাদিস : ৬০৩৪)

না কিঁউ কর কহোঁ ইয়া হাবীবি আগিছনী!, ইসি নাম সে হার মুসিবত টলি হে।

সত্যনিষ্ঠ ও ইশকের চুড়ান্ত পথপ্রদর্শক হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মহত্ব এবং ছওর গুহার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে কোন কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন,

ইয়ার কে নাম পে মরনে ওয়ালা, সব কুছ্ সদকা করনে ওয়ালা
এড়ি তো রাখ্ দি সাঁপ কে বিল পর, যেহের কা সদমা সহ্ লিয়া দিল পর
মঞ্জিলে সিদক ও ইশক কা রাহবর, ইয়ে সব কুছ্ হে খাতেরে দিলবর

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ যখন **শাহান শাহে আবরার, সাহিবে পছীনায়ে খুশবুদার, রাসুল পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ছওর গুহায় প্রবেশ করলেন, তখন কাফেররা প্রায় গুহার কাছাকাছি এসে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

পৌঁছে গিয়েছিল। গুহায় অবস্থান সম্পর্কে **আল্লাহ্** রাব্বুল ইজ্জত কুরআন করীমের পারা-১০, সূরাতুত তাওবা, আয়াত-৪০ এ বর্ণনা করেন:

ثَانِیَ اثْنَیْنِ اِذْ هُمَا فِی الْغَارِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ "শুধু দু'জন থেকে, যখন তারা উভয়েই গুহার মধ্যে ছিলেন।" (পারা-১০, সূরা তাওবা, আয়াত-৪০)

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মহান শানে এভাবে বলেন:

ইয়ানি উস আফদ্বালুল খলকে বাদার রুসুল, ছানিয়াছ্নাইনি হিজরত পে লাখোঁ সালাম।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রিয় মাহাবুব কে রক্ষা করার জন্য প্রকাশ্য উপকরণও সৃষ্টি করে দিলেন। যখন **জনাবে রিসালত মাআব, হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথে ছওর গুহায় প্রবেশ করলেন, তখন **আল্লাহ্** তা'আলার পক্ষ হতে পাহারা দেওয়া আরম্ভ হয়ে গেল। গুহার মুখে মাকড়সা জাল বুনে ফেলল, এক পাশে কবুতর ডিম পেড়ে দিল। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কতৃক প্রকাশিত ৬৮০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'মুকাশাফাতুল কুলূব'** এর ১৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে, এসব কিছু মক্কার কাফেরদেরকে গুহায় গিয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া হতে বিরত রাখার জন্য করা হয়েছিল। মহান **আল্লাহ** তা'আলা সেই দুইটি কবুতরকে এমন অসাধারন প্রতিদান দিলেন যে, আজ পর্যন্ত মক্কার হেরেম শরীফে যে সব কবুতর রয়েছে সবগুলো সেই দুইটির বংশধর। যেমনিভাবে সেই দুইটি কবুতর **আল্লাহ** তা'আলার আদেশে **রহমতের নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিফাজতের দায়িত্ব পালন করেছিল, তেমনিভাবে **আল্লাহ** তা'আলাও হেরেম শরীফে সেগুলোকে শিকার করার উপর বিধি-নিষেধ জারি করে দিয়েছেন।

(মুকাশাফাতুল কুলূব, খন্ড : ১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

ফানুস বন কে জিস কি হেফাজত হাওয়া করে,
উও শমআ কিয়া বুঝে জিসে রওশন খোদা করে।

যখন কাফেররা সেখানে কবুতরের বাসা এবং তাতে ডিম দেখতে পেল তখন বলতে লাগল, এই গুহায় যদি কোন মানুষ থাকত, তা হলে মাকড়সা জাল বুনত না, কবুতরও ডিম দিত না। কাফেরদের পায়ের শব্দ শুনে আশিকে আকবর, হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একটু ভয় অনুভব করলেন এবং আরয করলেন, হে **আল্লাহর রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এখন তো আমাদের দুশমন এতই কাছে এসে গেছে যে, তারা যদি নিজেদের পায়ের দিকে দৃষ্টি দেয়, তা হলে আমাদের দেখে ফেলবে। **হুজুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন:

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ "দুশ্চিন্তা করো না, নিশ্চয় **আল্লাহ্** আমাদের সাথে আছেন।" (পারা-১০, সূরা তওবা, আয়াত- ৪০)

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ **মক্কা-মদীনার সুলতান, সরওয়ারে যীসান, হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই আলীশান মোজেযা ও শত্রুদের আতঙ্ক বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

জান হেঁ, জান কিয়া নজর আয়ে, কিঁউ আদু গির্দে গার প্রেতে হেঁ।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

অত:পর আশিকে আকবর, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর উপর প্রশান্তি নাযিল হল। তিনি একেবারে নির্ভীক হয়ে গেলেন আর **হুজুর পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চর্তুথ দিন, পহেলা রবিউন নুর, সোমবার গুহা হতে বের হয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعْظِیْمًا রওয়ানা হয়ে গেলেন।

(সংকলিত আজায়িবুল কুরআন মাআ গারায়িবুল কুরআন, পৃষ্ঠা : ৩০৩, ৩০৪, মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা, করাচী)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

মাকড়সার কি সৌভাগ্য!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه **মাহবুবে রাব্বে আকবর, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সার্থক ও সফলকাম হলেন আর কাফেররা নিষ্ফল, ব্যর্থমনে ফিরে গেল। মাকড়সা গোয়েন্দাদের সব পথ রুদ্ধ করে দিয়ে গুহার মুখটিকে এমন বানিয়ে দিল যে, গোয়েন্দারা সেদিকে যাবার চিন্তাও করল না। তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেল আর মাকড়সার ললাটে ধরল অবিনশ্বর সৌভাগ্য। **'মুকাশাফাতুল কুলূব'** এ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে নকীব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন: 'রেশমের পোকারা এমন রেশম বুনল, যা সৌন্দর্যে অনুপম কিন্তু ঐ মাকড়সা তার চেয়ে লাখো গুণে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ, কারণ সে ছওর গুহায় **ছরকারে দো-জাহান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য গুহার মুখে জাল বুনিয়েছিল।' (মুকাশাফাতুল কুলূব, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৭)

গুহার ঐ পাড়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল

কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ যখন শত্রুদের দেখে ফেলার ভয় প্রকাশ করলেন, তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তারা যদি এদিক দিয়ে প্রবেশ করে, তা হলে আমরা ওদিক দিয়ে বের হয়ে যাব। আশিকে আকবর, সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ যখন সেদিকে দৃষ্টি দিলেন, তখন একটি দরজা দেখতে পেলেন যার সাথেই এক তরঙ্গায়িত সাগর, আর গুহার দরজায় একটি নৌকা বাঁধা ছিল। (মুকাশাফাতুল কুলূব, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৮)

তুম হো হাফীজ ও মুগীছ কিয়া হে উও দুশমনে খবীছ
তুম হো তো পির খওফ কিয়া তুম পে করোড়োঁ দরূদ
আস হে কুঈ না পাস এক তোমারি হে আস
বস হে এহি আসরা তুম পে করোড়োঁ দরূদ। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

বিপদে নবীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা সাহাবীদের পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা **দো-জাহানের বাদশা, শাহানশাহে আবরার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হৃদয়স্পর্শকারী মুজেযা অবলোকন করলেন যে, ছওর গুহার বিপরীত দিকে তাঁরই নূরানী দৃষ্টির বরকতে গুহা ও মাযারের সাথী সিদ্দীকে আকবরের সমুদ্র দৃষ্টিগোচর হল আর এভাবে রিসালতের ফয়য দ্বারা তিনি শান্তি ও আরাম অনুভব করতে থাকেন।

ঘটনাটি হতে এটা বুঝা গেল যে, আল্লাহর মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট প্রয়োজন ও মুসিবতের সময় সাহায্য প্রার্থনা করা সাহাবায়ে কেরামদের তরিকা।

ওয়াল্লাহ্! উও সুন লেঙ্গে ফরিয়াদ কো পৌঁছেঙ্গে
ইতনা ভি তো হো কুঈ জূ আহ্ করে দিল ছে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সিদ্দীকে আকবরের অভিনব ইচ্ছা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন, সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ যখন **মদীনার বাদশা, হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে গুহার দিকে গমন করছিলেন, তখন তিনি কখনও **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সামনে যেতেন আবার কখনও পেছনে আসতেন। **হুজুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহানশাহে বনী আদম, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: "এরূপ কেন করছ?" সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ জবাব দিলেন: 'যখন আমাদের খুঁজে বেড়ানো দুশমনদের কথা মনে পড়ে, তখন আমি আপনার পেছনে এসে যাই আর যখন মনে পড়ে দুশমনেরা ওঁৎ পেতে আছে, তখন আপনার সামনে এসে যাই। যাতে আপনার কোনরূপ ক্ষতি করতে না পারে।'

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে তুমি কি আমার আগে মৃত্যু বরণ করতে চাও?" তিনি বললেন, 'মহান **আল্লাহ** তা'আলার কসম! আমার ইচ্ছা ঠিক সে রকমই!'

(দালায়িলুন নুবুয়ত লিল বায়হাকী, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৭৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

ইঁউ মুঝকো মওত আয়ে তো কিয়া পূছনা মেরা
মাঁই খাক পর নেগাহে দরে এয়ার কি তরফ। (যওকে নাত)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সিদ্দীকে আকবরের শান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

বেহতরি জিস পে করে ফখর উও বেহতর সিদ্দীক
সরওয়রি জিস পে করে নায উও সরওয়রে সিদ্দীক
যীস্ত মেঁ মওত মেঁ অওর কবর মেঁ ছানি হি রহে
ছানিয়াছ্নাইন কে ইস তরহা হেঁ মাযহার সিদ্দীক
উনকে মাদ্দাহ নবী উন কা ছনাগো আল্লাহ্
হক আবুল ফদ্বল কহে অওর পয়ম্বর সিদ্দীক
বাল বাচ্চোঁ কে লিয়ে ঘর মেঁ খোদা কো ছোড়েঁ
মোস্তফা পর করেঁ ঘরবার নিছাওয়র সিদ্দীক
এক ঘরবার তো কিয়া গার মেঁ জাঁ ভি দে দেঁ
সাঁপ ডস্তা রহে লেকিন না হোঁ মুদ্বতর সিদ্দীক। (দিওয়ানে সালেক)

আখিরাতের সফরেও সাদৃশ্য

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন, **হুজুর আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাত বিষক্রিয়া* প্রত্যাবর্তন করার কারণে হয়। অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ওফাতও হয়েছে সেই সাপের দংশনজনিত

* খায়বর যুদ্ধে ইহুদী রমনী যায়নাব বিনতে হারেছ যে বিষ দিয়েছিল। (মাদারিজুন্নবুয়ত, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৫০)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

বিষক্রিয়া ফিরে আসার কারণে, যে সাপ তাঁকে হিজরতের রাতে ছওর গুহায় দংশন করেছিল। হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **'ফানা ফির রাসূল'** বা রাসুলের মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়ার মর্যাদাপ্রাপ্ত। কারণ, তাঁর ওফাত হুজুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের নমুনা স্বরূপ। হুজুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাত হয় সোমবার দিনে আর সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ওফাত হয় সোমবার দিবাগত রাতে। হুজুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের রাতে চেরাগে তেল ছিল না। হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ওফাতের সময় ঘরে কাফনের জন্য টাকা ছিল না। এ হল 'ফানা' (বিলীন)।

(মিরআতুল মানাজীহ, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২৯৫, যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর)

ইশক ও মুহব্বতের দিকপাল, রাসূল পাকের সহযাত্রী হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর হিজরতকালীন সফরের অনুপম প্রেম ও ভালবাসার নিদর্শন প্রকাশ করতে গিয়ে আলা হযরত আযীমুল বরকত رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেছেন,

সিদ্দীক বলকেহ্ গার মেঁ জাঁ উস পে দে চুকে
অওর হেফজে জাঁ তো জানে ফুরূজে গুরর কি হে।
হাঁ! তো নে ইন কো জান, উন্হেঁ পে্হর দি নামায
পর উও তো কর চুকে থে জূ করনি বশর কি হে।
ছাবেত হুয়া কেহ্ জুমলা ফরায়েয ফুরূ' হেঁ
আসলুল উসূল বন্দেগী উস তাজওয়ার কি হে। (হাদায়েকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা **রাসুলে আনওয়ার, মাহবুবে রাব্বুল আকবর, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাত এবং নবীপ্রিয়-পাত্র আশিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ওফাতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করলেন। **নবী পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য জীবন উৎসর্গকারী সিদ্দীকে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর অবস্থা এই ছিল যে, বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীর ধ্বংসশীল সম্পদের পেছনে না দৌঁড়ে তিনি নবীপ্রেমকে আঁকড়ে ধরে দু:খ-কষ্টেকে নিজের জীবনে বরণ করে নিলেন। জীবনের এই অবস্থাকে তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশান্তি বলে মনে করতেন।

জান হে ইশকে মুস্তাফা রোজে ফুযোঁ করে খোদা
জিস কো হো দর্দ কা মজা নাযে দওয়া উঠায়ে কিঁউ। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

বুঝা গেল, **আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতে**র নিকট সে ব্যক্তি সম্মান ও মর্যাদার পাত্র নয় যার বেশী পরিমানে ধন-সম্পদ রয়েছে বরং সম্মান, মর্যাদার অধিকারী সেই ব্যক্তি, যে অধিক **আল্লাহ্-ভীতি** ও পরহেজগারীর দৌলতে সমৃদ্ধ। যেমন: আল্লাহ্ তা'আলা ২৬ পারার সূরা হুজরাত এর ১৩ নং আয়াতে ঘোষণা দিচ্ছেন: اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ "নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে **আল্লাহ**র নিকট অধিক মর্যাদাশালী সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে পরহেজগার।"

(পারা-২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত-১৩)

সিদ্দীকে আকবরের ভাবনা

আল্লাহ্ তা'আলার নিকটতম ও প্রিয়পাত্র, রাসুলের দরবারের উজ্জ্বল নক্ষত্র, **দোজাহানের সুলতান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নয়নের মণি, দুঃখী মানুষের ত্রানকর্তা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **কায়েনাতের বাদশা, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর **নবী**র চিন্তায় বিভোর হয়ে নিচের চরণগুলো পড়েন :

لَمَّا رَاَيْتُ نَبِيَّنَا مُبَجَدَّلَا ضَاقَتْ عَلَيَّ بِعَرُضِهِنَّ الدُّوْر
فَارْتَاعَ قَلْبِيْ عِنْدَ ذَاكَ لِهُلْكِهِ وَالْعَظْمُ مِنِّىْ مَاحَيِيْتُ كَسِيْر
يَا لَيْتَنِيْ مِنْ قَبْلِ مَهْلَكِ صَاحِبِيْ غَيَّبْتُ فِيْ جَدْثٍ عَلَى صُخُوْر

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

অনুবাদ : (১) আমি যখন আমার **প্রিয় নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জাহেরী ওফাতপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখলাম, সাথে সাথে জগৎগুলো অত্যন্ত প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে অতীব ছোট হয়ে গেল। (২) **নবী পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহেরী ওফাতের কারণে আমার হৃদয় কেঁপে উঠে এবং জীবনভর আমার হাঁড় ভাঙ্গা হয়েই থাকবে। (৩) হায়! আমি যদি আমার **আকা ও মুনিব নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পূর্বেই মাটির নীচে দফন হয়ে যেতাম!

(আল মুওয়াহিবুল লাদুনিয়া লিল আসকালানী, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৯৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ 'দিওয়ানে সালেকে' এভাবে নবী-ভাবনায় বিভোর হওয়ার জযবা ও আবেগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

জিনহেঁ খলক কেহতি হে মুস্তাফা, মেরা দিল উনহিঁ পে নেছার হে
মেরে ক্বলব মেঁ হেঁ উও জলওয়াগার, কেহ্ মদীনা জিন কা দিয়ার হে।
উও ঝলক দেখা কে চলে গয়ে, মেরে দিল কা চায়ন ভি লে গয়ে
মেরি রূহ সাথ না কিঁউ গঈ, মুঝে আব তো জিন্দেগী বার হে।
উহি মওত হে উহি জিন্দেগী, জূ খোদা নসীব করে মুঝে
কেহ্ মরে তো উনহি কে নাম পর, জূ জিয়ে তো উন পে নেছার হে।

(দিওয়ানে সালেক)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হায়! আমরাও যদি নবী-ভাবনায় ধন্য হতে পারতাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকে শাহে মদীনা, ইশ্ক ও মুহাব্বতের পথপ্রদর্শক, আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা ছিদ্দিকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ নিজের ভালবাসা ও আক্বীদাকে কিভাবে শেরগুলোর মধ্যে আবেগের সাথে প্রকাশ করলেন। হায়! আমাদেরও যদি সায়্যিদুনা ছিদ্দিকে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মত রাসূলের বিরহের বেদনায় প্রবাহিত হওয়া চোখের পানির সদকায় **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতে কান্না করে এমন চক্ষু নসিব হয়ে যেত!

হিজরে রাসূল মে হামে ইয়া রাব্বে মোস্তাফা
এ্যায় কাশ পুট পুটকে রোনা নসিব হো। (ওসাইলে বখশিশ)

স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দিদার

আরিফবিল্লাহ হযরত আল্লামা ইমাম আব্দুর রহমান জামী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর প্রসিদ্ধ কিতাব **'শাওয়াহিদুন নুবুয়ত'**এ ছওর গুহা ও নবীর মাযারের সঙ্গী, শাহানশাহে আবরারের আশিক, প্রথম খলীফা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর জীবনের শেষের দিনগুলোর একটি ঈমান-উদ্দীপক স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। তার কিছু অংশ উল্লেখ করা হচ্ছে। সায়্যিদুনা হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেছেন: "আমি একবার রাতের শেষ অংশে স্বপ্নে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করলাম। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সুন্দর শরীর মোবারকে দুইটি সাদা কাপড় পরিধান করেছিলেন। আমি সেই কাপড়গুলোর উভয় পার্শ্ব মিলাতে লাগলাম। কাপড় দুইখানি হঠাৎ সবুজ হতে ও চমকাতে আরম্ভ করল। সেগুলোর ঔজ্জ্বল্য ও তেজস্বী আলো চোখের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়ার মত ছিল। **রসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **'আস সালামু আলাইকুম'** বলে মুসাফাহা করে আমাকে ধন্য করলেন, আল্লাহর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নূরানী হাত মোবারক আমার ব্যথাভরা বুকের উপর রাখলেন, এতে আমার হৃদয়ের অস্থিরতা দূর হয়ে গেল। অত:পর ইরশাদ করলেন: "হে আবু বকর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ)! আমার সাথে মিলিত হবার তোমার খুবই ইচ্ছা, তাই না! এখনও কি সেই সময় আসেনি যে তুমি আমার পাশে চলে আসবে?" আমি স্বপ্নে খুবই কান্না করলাম, এমনকি আমার পরিবার-পরিজনেরাও আমার

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

কান্নার কথা জেনে ফেলে। তারা জাগ্রত হয়ে আমার এই কান্নার কথা আমাকে জানায়। (শাওয়াহিদুন নুবুয়ত লিল জামী, পৃষ্ঠা : ১৯৯, মাকতাবাতুল হাকীকত তুর্কী)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ওফাতের দিন ও কাফনে সাদৃশ্যের আগ্রহ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মাদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২৭৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'সাহাবায়ে কেরাম কা ইশকে রাসুল'** নামক কিতাবের ৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিজের ওফাতের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে নিজের শাহজাদী সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর কাছে জিজ্ঞাসা করেন যে, **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাফনে কয়টি কাপড় ছিল? **হুজুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাত শরীফ কোন দিন হয়েছিল? এই জিজ্ঞাসাবাদের কারণ ছিল, যেন তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কাফন ও ওফাতের দিন **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাদৃশ্য হয়। যেভাবে জীবনে **রাসুলে মুকাররাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করেন, সেভাবে ওফাতেও হোক।

(সহীহ বোখারী, হাদিস নং : ১৩৮৭,খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৬৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত)

আল্লাহ্ আল্লাহ্ ইয়ে শওকে ইত্তেবা, কিঁউ না হো সিদ্দীকে আকবর থে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নবী করীম ﷺ এর চিন্তাই সিদ্দীকে আকবরের ওফাতের কারণ ছিল

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ইশকে রাসুলের অসাধারণ দৌলত দ্বারা কী পরিমাণ ধন্য ছিলেন, তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ রাত ও দিনের অবস্থা, **বিবি আমেনার কলিজার টুকরা,**

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশকের অনুপম পূর্ণাঙ্গ প্রতীক দ্বারা প্রতীয়মান। **রাসুলে হাশেমী, মক্কী মাদানী রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ জীবনে বিরহ ব্যথা অধিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে আর প্রায় ২ বৎসর ৭ মাসের সময়গুলো অতিবাহিত করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফেঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন: হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ওফাতের মূল কারণ ছিল **সরওয়ারে কায়েনাতের**, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহেরী ওফাত। এ বিষন্নতায় সিদ্দীকে আকবরের শরীর ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে, এ বিরহ তাঁর ওফাতের একমাত্র কারণ।

(তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা : ৬২)

মর হি জাওঁ মাঁই আগর ইস দর সে জাওঁ দো কদম
কিয়া বচ্ছে বীমারে গম করবে মসীহা ছোড় কর। (যওকে নাত)

রাসূলে আকরাম ﷺ এর প্রেমের রোগী

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবদুর রহমান জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফেঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **'তারিখুল খুলাফা'য়** লিখেছেন: হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর অসুস্থতা অবস্থায় লোকেরা তাঁকে দেখতে আসে, আর তাঁরা আবেদন করলেন, 'হে **আল্লাহ**র রাসুলের সহচর, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনার জন্য চিকিৎসক নিয়ে আসি।' তিনি বললেন: 'চিকিৎসক তো আমাকে দেখেছেন।' লোকেরা বললেন: 'চিকিৎসক কী বলেছেন?' তখন সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন, চিকিৎসক বলেছেন: اِنِّيْ فَعَّالٌ لِّمَا اُرِيْدُ অর্থ : 'আমি যা চাই তাই করি।' (তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা : ৬২) কথাটির মর্ম এই যে, এখানে চিকিৎসক হলেন **আল্লাহ্** তা'আলা, তাঁর মর্জিকে কেউ বদলাতে পারে না। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা অবশ্যই হবে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

আর এটা সিদ্দীকে আকবর এর সত্যিকার তাওয়াক্কুল এবং **আল্লাহ্** তা'আলার সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট ছিলেন।

(সাওয়ানিহে কারবালা, পৃষ্ঠা : ৪৮, মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচি)

মাঁই মরিজে মোস্তাফা হোঁ মুঝে ছেড়ো না তবীবো!
মেরি জিন্দেগী জূ চাহো মুঝে লে চলো মদীনা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমার অন্তর দুনিয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বাস্তবিকই **মাহবুবে রাব্বে আকবর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **"আশিকে আকবর"**। মোস্তাফার বিরহে এবং রাসুলের প্রেমে অসুস্থ হয়ে যাওয়াই তাঁর **"আশিকে আকবর"** হওয়ার প্রমাণ। হৃদয়ের বেদনা ও যন্ত্রণার কারণ ছিল কেবল **আল্লাহ্র রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণ ও বিরহ। অথচ আমরা! আমাদের মন দুনিয়ার ভালবাসা, নশ্বর সৌন্দর্য ও কিছুদিনের ভোগ-বিলাসের জন্য পাগল। এগুলোর জন্যই প্রতিযোগিতায় মেতে রয়েছি, আর নফসের বাসনা পূরণ করতে না পারলে কতই আফসোস করি।

দিল মেরা দুনিয়া কা শায়দা হো গেয়া, আয় মেরে আল্লাহ ইয়ে কিয়া হো গেয়া।
কুছ মেরে বচনে কি সূরত কীজিয়ে, আব জূ হোনা থা মওলা হো গেয়া।
আইব পোশে খলক দামন সে তেরে, সব গুনাহগারোঁ কা পর্দা হো গয়া।

(যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবরকে বিষ দেওয়া হয়

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ওফাতের ভিন্ন ভিন্ন বাহ্যিক কারণ উল্লেখ রয়েছে। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী ছওর গুহার

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

সাপের বিষ ফিরে আসার কারণে তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ওফাত হয়, আর একটি কারণ বর্ণিত হয় যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **মোস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিরহ-বেদনায় বিমর্ষ হয়ে প্রাণ হারান, ইবনে সা'আদ ও হাকেম ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেন, সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ওফাতের জাহেরী কারণ ছিল, তাঁর নিকট কেউ **'তোহফায়ে খোযায়রা'** (অর্থাৎ কীমা জাতীয় খাবার) পাঠায়। তিনি এবং হারেছ বিন কালাদা উভয়ে খাবার খাচ্ছিলেন। কিছু খাওয়ার পর হারেছ (যিনি ছিলেন একজন ডাক্তার) আবেদন করলেন, হে রাসুলের খলিফা! হাত গুটিয়ে ফেলুন এগুলো আর খাবেন না। কারণ এতে বিষ রয়েছে আর এ বিষের প্রভাব এক বছর পরে প্রকাশ পাবে। আপনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দেখবেন যে, এক বছরের মধ্যে আমি আর আপনি একই দিনে প্রাণ হারাব। এ কথা শুনে সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ খাবার হতে হাত তুলে ফেললেন। কিন্তু বিষ তার কাজ ঠিকই করে ফেলেছিল, আর তাঁরা উভয়ে সেই দিন থেকেই রোগাক্রান্ত হলেন। এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর সেই বিষের প্রভাবে একই দিনে ইন্তেকাল করেন। (তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা : ৬২)

হায়! নিকৃষ্ট পৃথিবী!!!

হাকেম এই রেওয়ায়াতটি শা'বী থেকে করেছেন। তিনি বলেন, যে দুনিয়ায় **আল্লাহ্‌র রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে বিষ প্রয়োগ করা হয়, সেই নিকৃষ্ট দুনিয়ার উপর আমরা কী-বা ভরসা করতে পারি। (তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা : ৬২)

এই বর্ণনাগুলোতে কোনরূপ মতভেদ থাকতে পারে না। ওফাতকালে তিনটি কারণ একত্রিত হয়েছে।

(নুযহাতুল ক্বারী, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৭৭, ফরিদ বুক স্টল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবিকই পৃথিবীর মোহ মানুষকে অন্ধ করে দেয়। এই নিকৃষ্ট পৃথিবীর প্রেমে মুগ্ধ হয়েই **ছরকারে মদীনা, রাহাতে কলব ও সীনা, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং আশিকে আকবর সায়্যিদুনা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে বিষ প্রয়োগ করা হয়। যখন নিখিল বিশ্বের সব চেয়ে মহান ব্যক্তিত্বকেও নিকৃষ্ট এই পৃথিবীর পথভ্রষ্টরা বিষ প্রয়োগ করার মত অপবিত্র ও ঘৃনিত ষড়যন্ত্র করে, সে ক্ষেত্রে এমন আর কে আছে যে নিজেকে এই পার্থিব আপদ থেকে সুরক্ষিত মনে করতে পারে। সুতরাং বিশেষ করে প্রসিদ্ধ আলেমগণ, মাশায়েখগণ ও ধর্মীয় ইমামগণকে অত্যধিক সাবধান থাকা উচিত। দেখুন না, এই নিকৃষ্ট পৃথিবীর মোহে আকৃষ্ট হয়ে কোন হতভাগা সায়্যিদুল আসখিয়া (অত্যাধিক দাতা), রাসুলের দৌহিত্র ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কেও বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। অবশেষে এই বিষই ওফাতের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এছাড়া হযরত সায়্যিদুনা বশর বিন বারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদেক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মূসা কাজেম رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আলী রযা رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানীফা رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর মর্মান্তিক ওফাতের কারণও ছিল এই বিষ।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু বকর হাজির

জাহেরী ওফাতের পূর্বে নবুয়তের ফয়েজধন্য, ফজীলত ও কারামাতের মূর্ত প্রতীক হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অছিয়ত করেন, আমার জানাযাটি **মদীনার তাজেদার, আল্লাহর হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওজার পবিত্র দরজার সম্মুখে নিয়ে রেখে দেবে আর اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہ বলে আরজ করবে। **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! আবু বকর আপনার আলীশান দরবারে এসে উপস্থিত। দরজা যদি নিজ থেকে খুলে যায়, তা হলে আমাকে ভেতরে নিয়ে যাবে, নয়তো জান্নাতুল বকীতে দাফন করে দেবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

অছিয়ত অনুযায়ী তাঁর জানাযা মোবারক যখন পবিত্র রওজার সামনে এনে রাখা হয় এবং আরজ করা হয়, اَلسَّلَامُ عَلَيْکَ يَارَسُوْلَ الله আবু বকর হাজির, এটা বলার সাথে সাথে দরজার তালা আপনা আপনি খুলে যায় আর আওয়াজ আসতে থাকে:

اَدْخِلُوا الْحَبِيْبَ اِلَى الْحَبِيْبِ فَاِنَّ الْحَبِيْبَ اِلَى الْحَبِيْبِ مُشْتَاقٌ

অর্থ: "প্রিয়তমকে প্রিয়তমের সাথে মিলিয়ে দাও, কারণ প্রিয়তমের জন্য প্রিয়তমের আখাংকা রয়েছে।"

(তাফসীরে কবীর, খন্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১৬৭, দারুল ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরবি বৈরুত)

তেরে কদমোঁ মেঁ জূ হেঁ গাইর কা মুঁ কিয়া দেখেঁ
কওন নজরোঁ পে চড়ে দেখ কে তলওয়া তেরা। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

আল্লাহর রাসূল 'হায়াতুন্নবী' এর দলিল সিদ্দীকে আকবর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ যদি **নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জীবিত না জানতেন, তা হলে তো তিনি কখনও এ রকম অছিয়ত করতেন না, যে পবিত্র রওজার সামনে আমার জানাজা রেখে **রহমতের নবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে অনুমতি চাইবে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তো অছিয়ত করেছেন আর সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এই অছিয়তকে বাস্তবে রূপদান করেছেন। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সহ সকল সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আক্বীদা ছিল যে, **মাহবুবে খোদা, বাদশাহে আলম, উভয় জগতের মালিক ও মোখতার, নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহেরী ওফাতের পরও নূরানী কবর শরীফে জীবিত আছেন আর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ্ তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ্
মেরে চশমে আলম সে চুপ জানে ওয়ালে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

নবীগণ জীবিত

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আল্লাহর দয়া যে, সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام জীবিত। যেমন: "ইবনে মাজাহ্ শরীফ" এর হাদিস শরীফে রয়েছে:

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللّٰهِ حَيٌّ يُرْزَقُ

অর্থ: "নিশ্চয় **আল্লাহ্** তা'আলা নবীগণের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام শরীর মোবারককে নষ্ট করা জমিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, সুতরাং **আল্লাহ্**র নবীগণ জীবিত। তাঁদেরকে রিযিক দেওয়া হয় ।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৯১, হাদিস নং: ১৬৩৭)

অন্যত্র হাদিস শরীফে রয়েছে,

اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْن

অর্থাৎ "নবীগণ জীবিত আর তাঁরা তাঁদের কবরগুলোতে নামায পড়ে থাকেন।" (মুসনাদে আবি ইয়ালা, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২১৬, হাদিস নং : ৩৪১২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

রাসুলের সাথে যারা বে-আদবী করে তাদের কাছ থেকে দুরে থাকুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর রাসুল সম্বন্ধে প্রত্যেক মুসলমানেরই সেইরূপ আক্বীদা হওয়া আবশ্যক, যেরূপ আক্বীদা সাহাবায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ছিল। **আল্লাহ**র পানাহ! শয়তান যদি মনের মধ্যে কুমন্ত্রনা সৃষ্টি করতে চায়, **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা, মহত্ব ও শানে অপবাদ দিতে গিয়ে নিজের মনগড়া দলিলাদি দ্বারা আপনাদেরকে বুঝানোর অপচেষ্টা চালায়, তা হলে তার নিকট থেকে দূরে থাকুন। যেমন:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কতৃক প্রকাশিত ১৬২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'ঈমান কি পেহচান'** এর ৫৮ পৃষ্ঠায় আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রাসূলের আশিকদের প্রতি দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, 'যখন তারা (অর্থাৎ রাসুলের সাথে যারা বে-আদবী করে) **আল্লাহ্**র রাসূলের শানে কোন ধরনের বে-আদবী করে, তা হলে আপনাদের হৃদয়ে বে-আদবদের ভালবাসার নাম-গন্ধও যেন না থাকে। তৎক্ষণাৎ তাদের থেকে আলাদা হয়ে যান। দুধ হতে মাছি বের করে নেওয়ার মত তাদেরকে বের করে দিন। সে সব অসভ্যদের আকৃতি ও নামকে ঘৃনাভরে প্রত্যাখ্যান করবেন এরপর তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন না, প্রতিবেশী বানাবেন না, বন্ধুত্ব করবেন না, ভালবাসা দেখাবেন না। তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন না, তাদেরকে পীর বানাবেন না, তাদের বুজর্গী ও ফজীলতকে বিপদজনক মনে করবেন। মোটকথা, যে সম্পর্ক ছিল, **মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামীর কারণে ছিল। এরা যখন **আল্লাহর নবীর** শানেই বে-আদবী করে, আমাদের সাথে তাদের আর কিসের সম্পর্ক থাকতে পারে? (ঈমান কি পেহচান, পৃষ্ঠা : ৫৮, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী)

উনহেঁ জানা, উনহেঁ মানা না রক্ষা গাইর সে কাম
লিল্লাহিল হামদ মেঁ দুনিয়া সে মুসলমান গেয়া।
উফ রে মুনকির ইয়ে বড়ুহা জোশে তা'আসসুব আখের
ভীড় মেঁ হাত সে কমবখত কে ঈমান গেয়া। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

সাহাবীদের সাথে যারা বে-আদবী করে তাদের কাছ থেকে দুরে থাকুন

হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফেঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **'শরহুস সুদূর'** কিতাবে বর্ণনা করেছেন: "কোন এক লোকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তাকে কালিমায়ে তায়্যিবা পড়তে বলা হল। সে বলল, এটি পড়ার ক্ষমতা আমার নেই কারণ, আমি এমন সব লোকদের সাথে মেলা-মেশা ও উঠা-বসা করতাম, যারা আবু বকর ও ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর ব্যাপারে ভাল-মন্দ বলার জন্য আমাকে প্ররোচিত করত।"

(শরহুস সুদূর, পৃষ্ঠা : ৩৮, মারকাযে আহলে সুন্নত বরকত রযা হিন্দ)

কবরে শায়খাইনের ওসীলা কাজে এল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাটি দ্বারা শায়খাইন অর্থাৎ সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এবং সায়্যিদুনা ফারূকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর উচ্চমানসম্পন্ন শানের কথা বুঝা গেল। তাঁদের হেয় প্রতিপন্নকারীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অভিশাপ এমন যে, মৃত্যুকালে কালিমা নসীব হচ্ছিল না, সেক্ষেত্রে যে সব লোকেরা সরাসরি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তাদের কী অবস্থা হতে পারে! সুতরাং শায়খাইন-বিদ্বেষী বেআদবদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা ও ঘৃণা করা আবশ্যক। যাঁরা রাসূলের আশিক, সাহাবী ও আউলিয়াগণের প্রেমিক তাদের সঙ্গ অবলম্বন করুন। সেই সব মহা-মনীষীগণের ভালবাসার প্রদীপ নিজের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করুন এবং উভয় জাহানে মঙ্গলের অধিকারী হোন। **আল্লাহ্** তা'আলার নেক বান্দাদেরকে ভালবাসা কবর-হাশরের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক ও উপকারী। যেমন: এক ব্যক্তি বলেছেন: আমার শিক্ষকের একজন বন্ধু ইন্তেকাল করেন। শিক্ষকটি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: مَافَعَلَ اللهُ بِکَ অর্থ: **'আল্লাহ্** তা'আলা আপনার সাথে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

কীরূপ ব্যবহার করেছেন?' জবাবে তিনি বললেন: **আল্লাহ্** তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলেন: মুনকির-নকীর কী ব্যবহার করলেন? জবাব দিলেন: 'তাঁরা আমাকে বসিয়ে যখন প্রশ্ন করা শুরু করল, **আল্লাহ্** তা'আলা আমাকে জানিয়ে দিল, আমি ফেরেশতাদের জবাব দিলাম, সায়্যিদুনা আবু বকর ও ফারূক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا ওয়াস্তে আমাকে ছেড়ে দিন। এ কথা শুনে একজন ফেরেশতা অপরটিকে বলল: ইনি তো মহান দুইজন সাহাবীর ওসীলা পেশ করল, সুতরাং একে ছেড়ে দাও। অতএব, তারা আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।' (শরহুস সুদূর, পৃষ্ঠা : ১৪১)

ওয়াস্তা দিয়া জূ আপ কা, মেরে সারে কাম হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাশরের দিন মাজার হতে বের হয়ে আসার অপূর্ব দৃশ্য

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'মালফূযাতে আলা হযরত'** এর ৬১ পৃষ্ঠায় ইমামে আহলে সুন্নত, মুজাদ্দিদে দীনো মিল্লাত, আলহাজ্ব হাফেজ কারী শাহ ইমাম আহামদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: "একবার **হুজুর আকদাস** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র ডান হাত দিয়ে হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর হাত ধরলেন আর বাম হাত মোবারক দিয়ে হযরত ওমর ফারূক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর হাত ধরলেন আর বললেন:

هٰكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: "কিয়ামতের দিন আমাদেরকে এভাবেই উঠানো হবে।"

(তিরমিযী, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৮৭, হাদিস নং : ৩৬৮৯, তারিখে দামেশক, খন্ড : ২১, পৃষ্ঠা : ২৯৭)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

মাহবুবে রব্বে আরশ হে উস সবজ কুব্বে মেঁ
পেহ্লু মেঁ জলওয়া গাহ আতীক ও ওমর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্‌র রাস্তায় মুসিবতের সম্মুখীন হোন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পথপ্রদর্শক হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সত্যিকারের **আশিকে আকবর**। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিজের কর্ম ও চরিত্রে সেই ইশ্‌ক প্রকাশ করেছেন, খতীবে আউয়াল হওয়ার মর্যাদা অর্জনপূর্বক তিনি দ্বীন ইসলামের জন্য কঠিন নির্যাতনের শিকার হয়েও তাঁর সুদৃঢ় পদক্ষেপ থেকে একটু জন্য বিচলিত হয়নি। **আল্লাহ্** তা'আলার রাস্তায় তাঁর কষ্টভরা জীবনে আমাদের জন্য এই শিক্ষা রয়েছে যে, **'নেকীর দাওয়াত'** দেওয়ার সময় যত ধরনের মুসিবতই আসুক না কেন পিছপা হবার ইচ্ছাও যেন কখনও মনে না আসে।

জব আকা আখেরী ওয়াক্ত আয়ে মেরা, মেরা সর হো তেরা বাবে করম হো
সদা করতা রহোঁ সুন্নত কি খেদমত, মেরা জযবা কেসি সূরত না কম হো।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ)

দুনিয়ার চিন্তায় নয়, রাসূল প্রেমে কান্না করতে থাকুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ইশক ও ভালবাসাপূর্ণ বরকতময় জীবন থেকে আমরা আরো শিক্ষা পাই যে, আমাদের আহাজারি ও হায়-হুতাশ যেন দুনিয়ার জন্য না হয়। পৃথিবীর ভালবাসায় যেন অশ্রু না ঝরে। পার্থিব শান-শওকতের জন্য যেন মনোভাব সৃষ্টি না হয় বরং আমাদের হৃদয়ের আহাজারি যেন নবীর প্রেমে হয়। প্রিয় নবীর স্মরণে যেন অশ্রু ঝরে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

দুনিয়ার পাগল না হয়ে যেন **শময়ে রিসালত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিক হই। তাঁরই পছন্দ-অপছন্দের উপর যেন নিজেদের পছন্দ-অপছন্দকে কুরবানি দিই। আমাদের ইচ্ছা যেন এই হয় যে, হায়! আমার সম্পদ, আমার জীবন যেন **মাহবুবে রহমান, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কদমে যদি কুরবান করে দিতে পারতাম! যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এমন ধরনের জীবন গড়তে সফল হয়েছে, **আল্লাহ্** তাবারাকা ওয়া তাআলা তাঁর জন্য পৃথিবীকে বশীভূত করে দেন, সমগ্র সৃষ্টি জগতকে তাঁর অনুগত করে দেন। আসমানে তাঁর আলোচনা চলবে। সব চেয়ে বড় কথা হল, তিনি **আল্লাহ্** ও রাসুলের প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়ে যান।

উও কেহ্ উস দর কা হুয়া খলকে খোদা উস কি হুঈ
উও কেহ্ উস দর সে পেহরা আল্লাহ্ উস সে পেহর গেয়া।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে মুসলমানদের বেশির ভাগই **শাহে আবরাব, উভয় জগতের মালিক ও মোখতার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **'উসওয়ায়ে হাসানা'** তথা উত্তম আদর্শকে চরিত্রের মাপকাঠি বানানোর স্থলে বিধর্মীদের আচার-আচরণ ও ফ্যাশনে ডুবে অপমানিত ও ঘৃনিত হতে চলেছি।

কওন হে তারেকে আঈনে রাসুলে মুখতার মুছলাহাত, ওয়াক্ত কি হে কিস কে আমল কা মি'য়ার কিস কি আঁখোঁ মেঁ সামায়া হে শেয়ারে আগয়ার, হো গঈ কিস কি নেগাহ্ তরযে সলফ সে বেজার ক্বলব মেঁ সূয নিহিঁ রূহ মেঁ এহসাস নিহিঁ, কুছ ভি পয়গামে মোহাম্মদ কা তুমেঁ পাস নিহিঁ।

এ কেমন ইশক? এ কেমন মুহাব্বত?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যারা নিজেদের মাতা-পিতাকে ভালবাসেন, তারা তাঁদের অন্তরে দু:খ দেন না। যারা নিজেদের সন্তানকে ভালবাসে, তারা তাদেরকে অসন্তুষ্ট হতে দেন না। কেউ নিজের বন্ধুকে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখতে চায় না। কেননা, যাকে ভালবাসা হয় তাকে দু:খ দেওয়া যায় না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে বেশির ভাগ মুসলমান যারা ইশকে রাসূলের দাবীদার, তাদের কাজকর্ম আল্লাহর রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুশি করার মত নয়।

মদীনে ওয়ালে মোস্তফা, বিশ্বকুলের সর্দার, হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছেন: **جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ**

অর্থ: "আমার চোখের শীতলতা নামাযের মধ্যে বিদ্যমান।"

(আল মুজামুল কবীর, খন্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ৪২০, হাদিস নং : ১০১২)

সে কেমন আশিকে রাসুল যে নামায হতে মন ফিরিয়ে রাখে, জেনে বুঝে নামায কাযা করে **ছরকারে দো-আলম, নুরে মুজাস্‌সাম, হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরানী কৃলবের দু:খ ও মনোবেদনার কারণ হয়। এ কী ধরনের ইশক ও মহব্বত যে, **মদীনার সুলতান, রাসূলে জিশান, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রমজানের রোজা রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, **হুজুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তারাবীহ্‌র নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু অলস ও বিমুখ উম্মতেরা তা পালন করে না, পালন করলেও নামে মাত্র রমজান মাসের শুরুর দিকে কিছু দিন পালন করে, মনে করে যে পুরো রমজানের তারাবীহ্‌র নামায আদায় হয়ে গেল। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "তোমারা তোমাদের গোঁফকে ছোট করো, আর দাঁড়িকে বাড়তে দাও, ইহুদীদের আকৃতি বানিও না।"

(শরহে মাআনিল আছার লিত তাহাবী, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

কিন্তু ইশকে রাসূলের দাবীকারীরা নিজেদেরকে নবীবিদ্বেষীদের ন্যায় চেহারা বানিয়ে রাখে। এ কেমন ইশকে রাসূল?

সরকার কা আশিক ভি কিয়া দাড়ি মুন্ডাতা হে?
কিঁউ ইশক কা চেহরে সে ইজহার নিহিঁ হোতা!

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

ফিকরে মদীনা* করুন! এ কেমন ধরনের ইশক, কেমন ধরনের মুহব্বত যে, **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুশমনদের ন্যায় নিজের চেহারা-আকৃতি বানিয়ে, তাদের ন্যায় নিজেদের চাল-চলনে গর্ব অনুভব করে!

ওয়াহ্বা মেঁ তুম হো নসারা তো তামাদ্দুন মেঁ হনুদ
ইয়ে মুসলমাঁ হেঁ জিনহেঁ দেখ কে সরমায়ে ইয়াহুদ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দয়ালু নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো আমাদেরকে সর্বদা স্মরণ করতে রয়েছেন বরং পৃথিবীতে আগমন করার সাথে সাথেই তিনি সিজদায় অবনত হয়েছিলেন। ঐ সময় জবান মোবারকে এই দোয়াগুলো উচ্চারিত হচ্ছিল : رَبِّ هَبْ لِيْ أُمَّتِيْ অর্থাৎ: "হে রব! আমার উম্মত আমাকে সমর্পণ করে দাও।" (ফতাওয়ায়ে রযভীয়া, খন্ড : ৩০, পৃষ্ঠা : ৭১৭)

পেহ্লে সেজদে পে রোজে আযল সে দরূদ
ইয়াদগারিয়ে উম্মত পে লাখোঁ সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কেয়ামত পর্যন্ত 'উম্মতি উম্মতি' করতে থাকবেন

মাদারিজুন্নবুয়তে রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা কুছাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি নবীয়ে দোজাহানকে নূরানী কবর মোবারকে দাফন করার পর সবার শেষে সেখান হতে ফিরে আসেন। তাঁর বর্ণনা হচ্ছে: 'আমিই সর্বশেষ ব্যক্তি, যে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা মোবারক পবিত্র কবরে দেখেছিলাম। আমি দেখতে পাই যে, **সুলতানে মদীনা, রাহাতে কলবো সীনা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরানী কবর শরীফে আপন ঠোঁট মোবারক নাড়াচাড়া করছিলেন। আমি আমার কান **আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মোবারকের কাছাকাছি করলাম।

* **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে নিজের আমলের হিসাব করাকে **ফিকরে মদীনা** বলা হয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

আমি শুনতে পেলাম, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলছেন: رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ অর্থাৎ : "রব! আমার উম্মত আমার উম্মত!" (মাদারিজুন্নবুয়ত, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৪২) এছাড়াও **'কানযুল উম্মাল'** ৭ম খন্ডের ১৭৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে, **নবী করীম, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "যখন আমার ওফাত হবে, তখন আমি আমার কবরে সর্বদা বলতে থাকব يَا رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ অর্থাৎ 'হে রব! আমার উম্মত আমার উম্মত।' এমনকি এক পর্যায়ে দ্বিতীয় বার সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে।" (কানযুল উম্মাল)

আমার আকা আলা হযরত নিজের জন্য ঈমান হিফাযতের প্রার্থনা করতে গিয়ে **রাসুল পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরজ করেছেন :

জিনহেঁ মরকদ মেঁ তা হাশর উম্মতি কেহ কর পুকারো গে
হামেঁ ভি ইয়াদ কর লো উন মেঁ সদকা আপনি রহমত কা।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

মুহাদ্দিসে আযম বলেন...

পাকিস্তানের মুহাদ্দিসে আযম হযরত আল্লামা মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: **হুজুর পাক, সাহিবে লওলাক, সিয়াহে আফলাক, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো সারাটা জীবন আমাদেরকে **উম্মতি উম্মতি** বলে স্মরণ করতে থাকেন, নুরানী কবরে ও **উম্মতি উম্মতি** বলছেন আর হাশর পর্যন্ত বলতে থাকবেন। এমনকি হাশরের দিনে ও **উম্মতি উম্মতি** বলবেন। আসল কথা যে, **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি কেবল একবারই **উম্মতি** বলতেন, আর আমরা সারা জীবন **ইয়া নবী, ইয়া নবী, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ** বলতে থাকতাম, তবুও সেই একবার **উম্মতি** বলার হক আদায় হত না।

জিন কে লব পর রহা 'উম্মতি উম্মতি', ইয়াদ উন কি না ভূল আয় নেয়াযি কভি।
উও কেহেঁ উম্মতি তো ভি কেহ ইয়া নবী, মাঁই হোঁ হাজের তেরি চাকরি কে লিয়ে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

কিয়ামত দিবসে উম্মতের জন্য ভাবনার নমুনা

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **শাহে খায়রুল আনাম, হুযুর পুর নূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামত দিবসে সমস্ত নবীগণ সোনার মিম্বরগুলোতে উপবেশন করবেন। আমার মিম্বরটি শূণ্য থাকবে। আমি আমার রবের সামনে চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। এমন যেন না হয় যে, **আল্লাহ্** তা'আলা আমাকে জান্নাতে যাওয়ার আদেশ দিয়ে দেবেন, অথচ এদিকে আমার উম্মতেরা আমাকে না পেয়ে মুছিবতে পড়বে। **আল্লাহ্** তা'আলা বলবেন: "হে মাহবুব! আপনার উম্মতের বিষয়ে সেই ফায়সালা করব, যে ফায়সালাতে আপনার সন্তুষ্টি থাকবে।" আমি তখন আরজ করব: اَللّٰھُمَّ عَجِّلْ حِسَابَہُمْ অর্থাৎ: "হে **আল্লাহ্**! তাদের হিসাব-নিকাশ তাড়াতাড়ি নিয়ে নিন" (আমি তাদেরকে সাথে করে জান্নাতে নিয়ে যেতে চাই) এ আরজ আমি করতে থাকব, আমাকে এক সময় দোযখে যাওয়া উম্মতদের তালিকা দেওয়া হবে। যারা দোযখে প্রবেশ করেছে, আমি তাদের জন্য সুপারিশ করে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করতে থাকব, এভাবে দোযখের শাস্তি ভোগ করার জন্য আমার উম্মতের মধ্যে আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।" (কানযুল উম্মাল, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৪, হাদীস নম্বর : ৩৯১১১)

আল্লাহ্ কিয়া জাহান্নাম আব ভি না সর্দ হোগা
রো রো কে মোস্তাফা নে দরিয়া বাহা দিয়ে হেঁ।

হে রাসুলের আশিকগণ! উম্মতের জন্য সদা চিন্তিত নবীর পবিত্র কদমে উৎসর্গিত হয়ে যান, তাঁর গোলামীতে জীবন অতিবাহিত করুন বরং তাঁর গোলামদের গোলামীতে আর **দা'ওয়াতে ইসলামী** এবং **মাদানী কাফেলায়** সফর করে মৃত্যুর পর তাঁর শাফাআতের হকদার হয়ে যান। কিয়ামত দিবসে উম্মতের শাফাআতকারী রাসুলের সামনে নিজের চেহারাকে দেখাবার মত যোগ্য করুন।

অর্থাৎ নিজেদের চেহারাকে ইহুদী ও নাসারাদের আকৃতি বানানো ছেড়ে দিন। আপনার চেহারাকে এক মুষ্টি দাঁড়ি দিয়ে সাজিয়ে নিন। ইংরেজি ফ্যাশনে চুল রাখার পরিবর্তে যুলফ (বাবরী চুল) রাখার অভ্যাস করুন। খালি মাথায় ঘোরাফেরা করার পরিবর্তে সবুজ পাগড়ী শরীফ দিয়ে আপনার মাথাকে সবুজ করে নিন, আপনার ভিতর-বাহিরে মাদানী রঙে রাঙিয়ে তুলুন।

ডর থা কেহ্ ইছহঁয়া কি সাজা আব হো গি ইয়া রোজে জযা
দি উন কি রহমত নে ছদা ইয়ে ভি নিহিঁ উও ভি নিহিঁ।

আমার আকা আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নত, ওলিয়ে নেয়মত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মরতাবাত, আলিমে শরীয়ত, পীরে ত্বরিকত, বায়িছে খাইর ও বরকত হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ হাফেজ ক্বারী শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমাদেরকে বুঝাতে গিয়ে বলেন,

জূ না ভূলা হাম গরীবোঁ কো রযা, ইয়াদ উস কি আপনি আদত কীজিয়ে।

হায়! আমরা যদি সত্যিকার আশিকে রাসুল হতে পারতাম!

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর কদমের ধূলির সদকায় আমরাও যদি সত্যিকার আশিকে রাসুল হয়ে যেতে পারতাম! আর যদি আমাদের উঠা-বসা, চলাফেরা, লেনদেন, খাওয়া-দাওয়া, শয়ন-জাগরণ, জীবন-মরণ **প্রিয় আকা মদীনাওয়ালে মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নত অনুযায়ী হয়ে যেত। হায় আফসোস!

ফানা ইতনা তো হো জাওঁ মাঁই তেরি জাতে আলী মেঁ
জূ মুঝ কো দেখ লে উস কো তেরা দীদার হো জায়ে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজেদের মধ্যে প্রকৃত ইশকের রাসূলের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জাহের ও বাতেন নূরানী ও আলোকিত হয়ে যাবে, দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা নসীব হবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

খার জাহাঁ মেঁ কভি হো নিতিঁ সেকতি উও কওম
ইশক হো জিস কা জসুর, ফকর হো জিস কা গায়ূর।

সিদ্দীকী বংশীয়দের আঙ্গুলে নিদর্শন

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বংশধরগণকে 'সিদ্দীকী' বলা হয়ে থাকে। তাঁদের পায়ের আঙ্গুলে বর্তমানেও সাপে কাটার চিহ্ন থাকা স্বাভাবিক, চিহ্ন দেখা না গেলেও কোন সিদ্দীকীকে সিদ্দীকী না হওয়া নিয়ে খারাপ ধারণা করা জায়েয নেই। কারণ, প্রত্যেকের ব্যাপারে এই নিদর্শন প্রকাশ্য ভাবে দেখা যায় না। সাগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ (লেখক) একজন সিদ্দীকী আলেমকে 'আঙ্গুলের নিশান' দেখাবার জন্য আবেদন করি তখন তিনি বললেন, আমার পিতাজান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ তা ঘর্ষণ করে প্রকাশ করেছিল, কিন্তু এখন তা আবার মুছে গেছে। প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ **'মিরআতুল মানাজীহ'** এর ৮ম খন্ডের ৩৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, অনেক নেককার বান্দাদের বলতে শুনা যায়, যে ব্যক্তি সিদ্দীকী (সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর শাহজাদা যিনি সাহাবী ছিলেন), অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ বিন আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বংশের, তাঁদের সাপে কাটে না যদি কেটেও থাকে তবে বিষক্রিয়া হয় না। ইহা (সেই) থুথু মোবারকের প্রভাব (যা **মদীনার তাজেদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আঙ্গুলে ছওর গুহায় সাপে কাটা স্থানে লাগিয়েছিলেন) আর তাঁর বংশের লোকদের পায়ের আঙ্গুলে 'কালো তিল' হয়ে থাকে। এমনকি যদি মাতা-পিতা উভয়ের দিক হতে তিনি সিদ্দীকী হয়ে থাকেন, তা হলে উভয় পায়ের আঙ্গুলে তিল হবে। আমি অনেক সিদ্দীকী হযরতের পায়ের আঙ্গুলে এই তিল দেখেছি। মোট কথা, এ হল এক অনবদ্য মুজিযা। (অর্থাৎ সিদ্দীকীদেরকে সাপে না কাটা, কাটলেও বিষক্রিয়া না হওয়া, আজ পর্যন্ত পায়ের আঙ্গুলে তিল

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

বিদ্যমান থাকা এ সবই **রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র থুথু মোবারকের মুজিযা)।

দ্বয়িফী মেঁ ইয়ে কুওয়ত হে দ্বয়িফোঁ কো কভী কর দেঁ
সাহারা লেঁ দ্বয়িফ ও আক্‌ভিয়া সিদ্দীকে আকবর কা। (যওকে নাত)

সিদ্দীকে আকবর মাদানী অপারেশন করলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের হৃদয়ে ইশকে রাসুলের প্রদীপ জ্বালানোর জন্য, আর নিজের বক্ষকে নবীপ্রেমের শহর বানানোর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী পরিবেশে**র সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **মাদানী পরিবেশে**র বরকতে সুন্নতের অনুসরন করার সৌভাগ্য এবং ফয়জানে সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর বরকত অর্জন করতে পারবেন। সুন্নত প্রশিক্ষনের জন্য প্রতি মাসে কম পক্ষে তিন দিনের **মাদানী কাফেলায়** আশিকে রাসুলদের সাথে সুন্নতে ভরা সফরের অভ্যাস করুন। মাদানী মারকায প্রদত্ত নেককার হওয়ার পদ্ধতি **'মাদানী ইনআমাত'** অনুযায়ী আপনার জীবনের দিনগুলো অতিবাহিত করুন। এছাড়া প্রত্যহ কম পক্ষে ১২ মিনিট **ফিকরে মদীনা** করে **মাদানী ইনআমাতে**র রিসালা পূরণ করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উভয় জাহানে কামিয়াবী নসীব হবে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে কী পরিমাণ সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ফয়য রয়েছে তার নমুনা এই **মাদানী বাহার** দ্বারা উপলব্ধি করুন। যেমন: একজন আশিকে রাসুলের বর্ণনা আমার নিজের ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি : আমাদের **মাদানী কাফেলা** 'নাকা খারড়ি'তে (বেলুচিস্তান, পাকিস্তান) সুন্নতের প্রশিক্ষণের জন্য এসে উপস্থিত হল। **মাদানী কাফেলা**র একজন মুসাফিরের মাথায় চারটি ছোট ছোট বিষফোঁড়া উঠে। যার কারণে তাঁর অর্ধেক মাথায় ব্যথা অনুভব হতে থাকে। যখন ব্যথা বৃদ্ধি পেত, তখন যন্ত্রণার কারণে মুখের একপাশ কালো হয়ে যেত আর তিনি ব্যথার কারণে এমনভাবে চটপট

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

করত যে, তার দিকে তাকানো যেতনা। এক রাতে তিনি অনুরূপভাবে কাতরাতে থাকেন। আমরা তাকে ট্যাবলেট খাইয়ে শুইয়ে দিলাম। ভোরে ঘুম থেকে উঠে তাঁর চেহারায় হাসি-খুশির ঝলক দেখা যাচ্ছিল। তিনি বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ, আমার উপর দয়া হয়েছে; স্বপ্নে **ছরকারে রিসালত, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁর চার বন্ধু আমার উপর অনেক দয়া করেছেন।

সরে বালেঁ উন্হেঁ রহমত কি আদা লাঈ হে, হাল বিগড়া হে তো বীমার কি বন আঈ হে।

মদীনার তাজেদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে বললেন, "এর ব্যাথা দূর করে দিন।" সুতরাং গুহার ও মাযারের সঙ্গী সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আমাকে এমনভাবে মাদানী অপারেশন করলেন যে, আমার মাথা খুলে ফেললেন, আমার মস্তক হতে চারটি কালো দানা বের করে নিলেন, আর বললেন, বেটা! এখন তোমার আর কিছু হবে না। **মাদানী বাহার** বর্ণনাকারী ইসলামী ভাইটি বললেন, বাস্তবেই সেই ইসলামী ভাইটি পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করে। সফর হতে ফেরার সময় তিনি যখন দ্বিতীয় বার 'চেক আপ' করালেন, ডাক্তার সাহেব হতবাক হয়ে বললেন, ভাই! আপনার মস্তিষ্কের চারটি দানা বিলীন হয়ে গেছে। এ কথায় তিনি কাঁদতে কাঁদতে **মাদানী কাফেলায়** সফরের বরকত এবং স্বপ্নের আলোচনা করলেন। ডাক্তার অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। সেই হাসপাতালের ডাক্তারগণ সহ সেখানকার ১২ জন লোক ১২ দিনের **মাদানী কাফেলায়** সফর করার নিয়্যত করলেন এবং কতিপয় ডাক্তার হাতোহাত নিজেদের চেহারাগুলোকে **ছরকারে কায়েনাত, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমের নিদর্শন অর্থাৎ দাঁড়ি মোবারক সাজাবার নিয়্যত করলেন।

লূটনে রহমতেঁ কাফেলে মেঁ চলো, শিখনে সুন্নতেঁ কাফেলে মেঁ চলো
হে নবী কি নজর কাফেলে ওয়ালো পর, পাওগে রাহাতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাম কো বু বকর ও ওমর সে পেয়ার হে, ইন্‌শা আল্লাহ্ আপনা বেড়া পার হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষ পর্যায়ে সুন্নতের ফজীলত সহ কতিপয় সুন্নত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মোস্তাফা জানে রহমত, শময়ে বজমে হিদায়াত, নওশাহে বযমে জান্নাত, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে ভালবাসল, সে যেন আমাকে ভালবাসল, আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ্, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৫, হাদিস নং : ১৭৫)

সীনা তেরি সুন্নত কা মদীনা বনে আকা, জান্নাত মেঁ পড়োসী মুঝে তুম আপনা বনানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চুল রাখার ২২ টি মাদানী ফুল

(১) **খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চুল কখনো অর্ধেক কান মোবারক পর্যন্ত থাকত, (২) কখনও কান মোবারকের লতি পর্যন্ত, (৩) কখনও বেড়ে তা মোবারক কাঁধের সাথে চুমু খেত। (আশশামায়িলুল মোহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, পৃষ্ঠা : ১৮, ৩৪, ৩৫) (৪) আমাদেরও উচিত তিনটি সুন্নত আদায় করে নেওয়া। অর্থাৎ কখনো অর্ধেক কান পর্যন্ত, কখনো কানের লতি পর্যন্ত, কখনো কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখা। (৫) কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখার এ সুন্নতের উপর আমল করাটা অনেক সময় নফসের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। কিন্তু জীবনে একবার হলেও প্রত্যেককে এই সুন্নত আদায় করে নেওয়া উচিত। খেয়াল রাখা জরুরী যে, চুল কাঁধ থেকে যেন নীচে নেমে না যায়। যখন চুল লম্বা করবেন তখন

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

গোসলের পর চিরুনী দিয়ে আচঁড়িয়ে ভালভাবে দেখে নিন, যেন চুল কাঁধ হতে নীচে না যায়। (৬) আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইরশাদ করেন :"মহিলাদের মত কাঁধের নীচে চুল রাখা পূরুষদের জন্য হারাম।" (ফতওয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড-২১, পৃ-৬০০) (৭) সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: 'মহিলাদের মত পুরুষদের চুল লম্বা করা জায়েয নেই। কেউ কেউ ছূফী সাজার জন্য লম্বা লম্বা বেনী করে, যা তাদের বুকের উপর সাপের ন্যায় ঝুলে থাকে, আবার কেউ কেউ মহিলাদের ন্যায় চুলে খোঁপা তৈরি করে, বেনী বানায় এসব নাজায়েয কাজ এবং শরীয়তের বিপরীত। চুল লম্বা করা এবং রঙ্গিন কাপড় পরিধান করার নাম তাসাউফ (ছূফীবাদ) নয় বরং সূফীবাদ হল **নবী পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরন ও নফসকে দমন করার নাম।' (বাহারে শরীয়ত, খন্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ২৩) (৮) মহিলাদের জন্য মাথা মুন্ডানো হারাম। (ফতওয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড-২২, পৃ- ৬৬৪) (৯) মহিলাদের মাথার চুল কাটা, যেমন: বর্তমানে খ্রীষ্টান মহিলারা কাটা শুরু করেছে তা নাজায়েজ ও গুনাহ এবং তাদের উপর লানত। স্বামী অনুমতি দিলেও একই হুকুম অর্থাৎ স্ত্রী গুনাহগার হবে। কেননা; শরীয়তের নাফরমানী করার জন্য কারো কথা (অর্থাৎ মা, বাবা অথবা স্বামী ইত্যাদি) শুনা যাবে না। (বাহারে শরীআত, খন্ড-৩য়, অংশ-১৬তম, পৃ-৫৮৮) (১০) অনেকে ডান পাশে কিংবা বাম পাশে সিঁথি কাটে। এটি সুন্নতের বিপরীত। (১১) সুন্নত হল, মাথায় যদি চুল থাকে, তা হলে মাঝখানে সিঁথি কাটবে। (প্রাগুক্ত) (১২) **হুজুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে হজ্জ ব্যতীত মাথা মুন্ডানোর কোন প্রমাণ নাই। (ফতওয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড-২২, পৃ-৬৯০) (১৩) আজকাল কাঁচি বা মেশিনের মাধ্যমে বিশেষ পদ্ধতিতে চুল কেটে কিছু লম্বা কিছু খাটো করে ফেলা হয়, এরূপ চুল রাখা সুন্নত নয়। (১৪) **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "যার চুল আছে, সে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

যেন তার সম্মান করে।" (অর্থাৎ তা ধুয়ে নেয়, তেল লাগায় এবং আচঁড়ায়)। (সুনানে আবু দাউদ, খন্ড-৪, পৃ-১০৩ হাদীস নং-৪১৬৩) (১৫) হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খলীল عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ সর্ব প্রথম মেহমানদেরকে আপ্যায়ণ করেন, সর্বপ্রথম খত্না করেন, সর্বপ্রথম গোঁফ কাটেন, সর্বপ্রথম সাদা চুল দেখেন। আরজ করলেন: 'হে রব! এটা কী?' **আল্লাহ** তা'আলা বললেন: "হে ইবরাহীম, এটা হল সম্মান ও মর্যাদা।" আবেদন করলেন: 'হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিন।' (মুআত্তা, খন্ড : ২, পৃ: ৪১৫, হাদিস নং: ১৭৫৬) (১৬) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তক প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'বাহারে শরীয়ত'** এর ১৬ তম অংশের ২২৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে সাদা চুল উপড়িয়ে ফেলবে, কিয়ামতের দিন সে চুলটি বল্লম হয়ে যাবে, যা দিয়ে তাকে খোঁচা মারা হবে।" (কানযুল উম্মাল, খন্ড : ৬, পৃ: ২৮১, হাদীস নং: ১৭২৭৬) (১৭) যে চুলগুলো ঠোঁট এবং থুতুনির মাঝখানে হয়ে থাকে, সেগুলোর আশ-পাশের চুল কাটা কিংবা উপড়িয়ে ফেলা বিদআত। (ফতোয়ায়ে আলমগীরি, খন্ড : ৫, পৃ: ৩৫৮) (১৮) গর্দানের চুল মন্ডানো মাকরূহ। (প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫৭) অর্থাৎ মাথার চুল না কেটে কেবল গর্দানের চুল মুন্ডানো। যেমন: অনেক লোক খত বানানোর সময় গর্দানের চুলও মুন্ডিয়ে ফেলে। যদি মাথার চুল মুন্ডায় তবে সেই সাথে গর্দানের চুলও মুন্ডানো যাবে। (বাহারে শরীয়ত, অংশ : ১৬, পৃ: ২৩০) (১৯) চারটি বিষয় সম্পর্কে হুকুম হল দাফন করে ফেলা: চুল, নখ, রক্ত এবং ঋতুস্রাবের রক্ত পরিষ্কার করার কাপড়। (প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩১, আলমগীরি, খন্ড : ৫, পৃ: ৩৫৭) (২০) পুরুষদের ক্ষেত্রে দাঁড়ি কিংবা মাথার সাদা চুল লাল অথবা হলদে রঙ করা মুস্তাহাব। এজন্য মেহেদী ব্যবহার করা যেতে পারে। (২১) দাঁড়িতে বা মাথায় মেহেদী লাগিয়ে ঘুমানো উচিত নয়। একজন চিকিৎসকের ভাষ্য মতে, এভাবে মেহেদী লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে মাথা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

প্রভৃতির গরমভাব চোখে নেমে আসে, যা দৃষ্টিশক্তির জন্য ক্ষতিকর। চিকিৎসকটির কথার সত্যতা এভাবে হয় যে, একবার সাগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ (লেখক) এর কাছে একজন অন্ধ আগমন করেন এবং তিনি বলেন: আমি জন্মগতভাবে অন্ধ ছিলাম না। আফসোস, মাথায় মেহেদী লাগিয়ে শুয়ে যাই। যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হই, তখন আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। (২২) মেহেদী লাগানো ব্যক্তির গোঁফ, নিচের ঠোঁট এবং দাঁড়ির গোড়ার দিকের চুলগুলো কিছু দিনের মধ্যেই সাদা হয়ে যায়, যা দেখতে ভাল লাগে না। যদিও বারবার সমস্ত দাড়ি রঙ করা সম্ভব না হয়, তবে প্রতি চার দিন পর যেসব জায়গায় সাদা হয়ে গেছে সেসব জায়গায় সামান্য মেহেদী লাগানো উচিত।

অসংখ্য সুন্নত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মাদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠার **'বাহারে শরীয়ত'** অংশ ১৬ এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'সুন্নতেঁ অওর আদাব'** কিতাব দুইটি হাদিয়া প্রদানপূর্বক সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন। সুন্নত প্রশিক্ষনের অন্যতম উপায় **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নতেভরা সফরও রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুর'আন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাজের পর সুন্নতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নত প্রশিক্ষনের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন'আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন'আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মো-০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মো-০১৮১৩৬৭১৫৭২,০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মো-০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net

প্রকাশনায় ঃ মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী